POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ
وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ
نَارًا خَالِدًا فِيْهَا
وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ○

এবং যে কেহ আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুলের অবাধ্যতা করে এবং তাঁহার (নির্ধারিত) সীমাসমূহ লংঘন করে, তিনি তাহাকে অগ্নিতে প্রবিষ্ট করিবেন, সে সেখানে সে দীর্ঘকাল বাস করিতে থাকিবে, এবং তাহার জন্য রহিয়াছে লাঞ্ছনাজনক আযাব।

(সূরা নিসা, আয়াত: ১৫)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 5

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 2জুলাই, 2020 ১০ যুল কাদা 1441 A.H

সংখ্যা 27

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

অবিচলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। অবিচলতা বলতে কি বোঝায়? প্রত্যেক বস্তু যখন তা যথাস্থানে যথাযথভাবে রাখা হয়, সেটিই তখন প্রজ্ঞা ও অবিচলতা নামে পরিভাষিত হয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

অবিচলতাই মানুষের সর্বাপেক্ষা মহান নাম

এখানে আমি বলে দিতে চাই যে অবিচলতা, যা সম্পর্কে আমি আলোচনা শুরু করেছিলাম, সেটিকে সুফিদের ভাষায় 'ফানা' বা আত্মবিলীনতা বলা হয় আর اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ এর অর্থও আত্মবিলীনতা। অর্থাৎ আত্মা, আবেগ এবং সংকল্প- সব কিছুই আল্লাহ্‌র কাছে উৎসর্গিত হয়ে যাওয়া এবং প্রবৃত্তির উত্তেজনা এবং রিপুর কামনা বাসনা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হওয়া। কিছু মানুষ যারা আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছে এবং সংকল্পকে নিজের সংকল্প এবং আবেগের উপর প্রাধান্য দেয় না, তারা প্রায়ই জাগতিকতার তাড়নায় এবং বিফল মনোবাঞ্ছা নিয়ে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। আমার ভাই সাহেব মরহুম মির্যা গোলাম কাদের মামলা-মোকাদ্দমায় ডুবে থাকতেন, এতটাই যে, অবশেষে অকৃতকার্যতা তার স্বাস্থ্যের উপর কুপ্রভাব ফেলল এবং তিনি ইন্তেকাল করলেন। আরও অনেক মানুষ দেখেছি যারা নিজেদের ইচ্ছেকে খোদা তা'লার উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। রিপুর কামনা বাসনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া সত্ত্বেও অবশেষে তারা কৃতকার্য হয় না, লাভের পরিবর্তে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ইসলাম সম্পর্কে গভীরভাবে অনুধাবন করলে বুঝতে পারবে যে, অকৃতকার্যতা আসে কেবল মিথ্যাবাদী হওয়ার কারণেই। যখন খোদার প্রতি অনুরাগ স্তিমিত হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্‌র প্রকোপ অবতীর্ণ হয় যা তাকে ব্যর্থ করে দেয়। বিশেষ করে সেই সমস্ত মানুষগুলিকে যারা অন্তর্দৃষ্টি রাখে। যখন তারা নিজেদের যাবতীয় উৎসাহ উদ্দীপনা ও সংকল্প নিয়ে জাগতিক উদ্দেশ্যাবলীর দিকে ঝুঁকে পড়ে, তখন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ব্যর্থ করে দেন। কিন্তু সেই পবিত্র নীতি সৌভাগ্যবানদের দৃষ্টিতে থাকে, যেটি হল মৃত্যু সম্পর্কে সজাগ থাকার নীতি। সে চিন্তা করে, যেভাবে মা-বাবা মারা গেছেন বা পরিবারে অন্য কোন বুযুর্গ মারা গেছেন, সেভাবে আমাকেও একদিন মরতে হবে। তাই অনেক সময় এই ভেবে যে বয়স হয়েছে, মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে এসেছে, তারা খোদা তা'লার প্রতি প্রত্যাবর্তন করে।

কাজেই একথা ভালভাবে স্মরণ থাকা উচিত যে, শেষমেশ একদিন এই পৃথিবী এবং এর ভোগবিলাস ছেড়ে যেতে হবে। তবে কেন মানুষ সেই সময় উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই অবৈধ উপায়ে এই সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ অর্জন করা থেকে বিরত হয় না? বড় বড় পুণ্যবান ও আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজনরাও মৃত্য থেকে নিস্তার পায় নি। যুবক হোক বা বিশাল সম্পদশালী ও সম্মানীয় ব্যক্তি হোক, মৃত্যু কারো পরোয়া করে না। তবে তোমাকেই বা কেন ছাড়বে? ক্ষণস্থায়ী ও অলীক সুখ ও আনন্দের খোঁজে নির্বোধ মানুষ কতই না কষ্ট সহ্য করে, কিন্তু খোদা তা'লার পথে সামান্য কষ্ট দেখেই সে শঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং খোদা সম্পর্কে অসৎ চিন্তা শুরু করে দেয়। যদি সে এই সব ক্ষণস্থায়ী সুখ-স্বাচ্ছন্দের তুলনায় সেই চিরন্তন ও শ্বাশ্বত আনন্দ সম্পর্কে কল্পনা করতে পারত! এই সব দুঃখ-কষ্টকে জয় করার একটি পরিপূর্ণ ও অব্যর্থ উপায় আছে, যা কোটি কোটি সাধু ও পুণ্যাত্মাদের দ্বারা পরীক্ষিত। সেটি কি? সেটি হল সেই ব্যবস্থাপত্র যাকে নামায বলা হয়।

নামায কি? নামায হল এক প্রকার দোয়া যা মানুষকে যাবতীয় অসৎকর্ম এবং অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করে সৎ কর্মের যোগ্য ও ঐশী পুরস্কারের পাত্র বানিয়ে দেয়। বলা হয়েছে যে আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা মহান নাম। আল্লাহ্ তা'লা অন্য সকল গুণাবলীকে এর অধীনে রেখেছেন। এখন একটু লক্ষ্য কর। নামায আরম্ভ হয় আযানের মাধ্যমে, অনুরূপভাবে আযান আরম্ভ হয় আল্লাহু আকবার উচ্চারণের মাধ্যমে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ হয়ে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নামেই শেষ হয়। এই সম্মান ইসলামী ইবাদতের সঙ্গেই বিশিষ্ট, যেখানে সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত একমাত্র আল্লাহ্‌কেই অন্বেষণ করা হয়েছে, অন্য কাউকে নয়। আমি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারি যে, এই ধরণের ইবাদত কোন জাতি কিম্বা ধর্মীয় জনগোষ্ঠীতে পাওয়া যায় না। অতএব নামায, যেটি প্রকৃতপক্ষে একটি দোয়া, আর যার মধ্যে আল্লাহ নামটিকে সবথেকে বেশি প্রধান্য দেওয়া হয়েছে, যে নামটি খোদা তা'লার সর্বাপেক্ষা মহান নাম। অনুরূপভাবে মানুষের সর্বাপেক্ষা মহান নাম হল অবিচলতা।

সর্বাপেক্ষা মহান নাম বলতে বোঝায় সেই বস্তু, যার মাধ্যমে মানবতার পরাকাষ্ঠা অর্জিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ এর মধ্যে এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অন্যত্র তিনি বলেন, اَلَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا (সূরা হা-মিম.সিজদা, আয়াত: ৩১) অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ তা'লার বান্দেগীর অধীনে এসে গেছে এবং তার সর্বাপেক্ষা মহান নাম অবিচলতার অধীনে যখন মানব প্রকৃতি রূপী ডিম্ব প্রতিপালিত হয়, তখন তার মধ্যে এমন প্রকারের শক্তি সৃষ্টি হয়, যার দরুন তার উপর ফিরিশতা অবতীর্ণ হয়, কোন প্রকার ভীতি ও দুঃখ তার থাকে না। আমি বলেছি, অবিচলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। অবিচলতা বলতে কি বোঝায়? প্রত্যেক বস্তু যখন তা যথাস্থানে যথাযথভাবে রাখা হয়, সেটিই তখন প্রজ্ঞা ও অবিচলতা নামে পরিভাষিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দূরবীক্ষণযন্ত্রের যন্ত্রাংশগুলিকে যদি পৃথক পৃথক করে সেগুলিকে নিজেদের সঠিক স্থান থেকে সরিয়ে অন্যত্র সংস্থাপন করা হয়, তবে তা অকেজো পড়বে। অর্থাৎ وَضْعُ الشَّيْءِ فِيْ مَحَلِّهٖ -এর নামই হল অবিচলতা অথবা ভিন্ন বাক্যে কোনও বস্তুর স্বাভাবিক এবং যথাযথ অবস্থাকেই অবিচলতা বলা হয়। কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষের অঙ্গসৌষ্ঠব অবিকৃত ও অক্ষুন্ন না রাখা হয়, তাকে মুস্তাকিম বা যথাযথ অবস্থায় না রাখা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের মধ্যে পরম ঔৎকর্ষ সৃষ্টি করতে পারবে না। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৫২-১৫৫)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

রসুল্লাহ (সাঃ) এর উত্তম আদর্শ এবং ব্যঙ্গ চিত্রের বাস্তবিকতা

(দ্বিতীয় খুতবার শেষাংশ)

আল্লাহ তায়ালার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে মসীহ মওউদ(আঃ) ভালবাসা মানুষের হৃদয়ে প্রোথিত করবেন এবং সমস্ত ফিরকার মধ্যে তাঁর ফিরকাকে জয়যুক্ত করবেন। এখন যেরূপ হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেছিলেন যে যদি কেউ আসতে চাই তবে একশো বছর পর আজও শুদ্ধ অন্তঃকরণে আসার শর্ত বজায় আছে। যারা আসে তারা অবশেষে সত্যকে পেয়ে যায়। তিনি বলেন:-" এই নির্বোধ মৌলভীরা যদি দেখে শুনেও অন্ধ সাজে , তবে কিছুই বলার নাই। তাদের জন্য সত্যের কোনো ক্ষতি সাধিত হবেনা। কিন্তু সেই সময় অতি নিকটবর্ত্তী যখন অনেক ফিরাউন স্বভাব বিশিষ্ট লোক এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী অনুধাবন করে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা পাবে। খোদা তায়ালা বলেন যে, "আমি একের পর এক আক্রমণ করব যতক্ষন পর্যন্ত তোমার সত্যতা মানুষের হৃদয়ে প্রবিষ্ট না করে দিই। অতএব হে মৌলভীগণ! যদি তোমাদের খোদার সাথে লড়ার শক্তি থাকে তবে লড়াই কর। আমার পূর্বে একজন অসহায় ব্যক্তি মরিয়মের পুত্র ঈসার সঙ্গে ইহূদীরা কিরূপ আচরণই না করেছিল। ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে তারা তাঁকে শূলিতে পর্যন্ত চড়িয়েছিল। কিন্তু খোদা তাঁকে ক্রুসের মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ করেছিলেন। এবং এমন সময়ও গেছে যখন তাঁকে কেবল একজন প্রতারক ও মহা মিথ্যাবাদী রূপে বিবেচনা করা হত। আবার এমন সময়ও এল যখন মানুষের হৃদয় তাঁর কল্পনাতীত ভক্তি ও সম্মানে আপ্লুত হল, এতটাই যে, চল্লিশ কোটি মানুষ আজ তাঁকে খোদা জ্ঞান করে। যদিও তারা একজন অসহায় মানুষকে খোদা বানিয়ে মহাপাপ করেছে, কিন্তু এটা ঈহুদীদের কাজের জবাব ।"(অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে ইহুদীদেরকে জবাব দেওয়া হল)। " তারা যে ব্যক্তিকে একজন মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে পদতলে পিষ্ট করে ফেলতে চাইছিল, সেই মরিয়ম পুত্র ঈসা এমন অসম্ভব সম্মানের অধিকারী হল যে এখন চল্লিশ কোটি মানুষ তাঁকে সিজদা করে। এবং সম্রাটগণ পর্যন্ত তাঁর নাম শুনে নতঃশির হয়ে যায়। তাই আমি দোয়া করেছি যে, ঈসা ইবনে মরিয়মের ন্যায় আমিও যেন পূজার পাত্র না হয়ে যায়। এবং আমি বিশ্বাস রাখি যে খোদা তায়ালা তা মঞ্জুর করবেন। কিন্তু খোদা তায়ালা আমাকে বারংবার অবগত করেছেন যে, তিনি আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করবেন। এবং মানুষের হৃদয় আমার প্রতি ভক্তিতে আপ্লুত করে দিবেন। এবং আমার জামাতকে সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তৃত করবেন। এবং তাদেরকে সমস্ত জাতির উপর জয়যুক্ত করবেন। এবং আমার অনুসারী এরূপ অসাধারণ জ্ঞান ও তত্ব-দর্শিতা লাভ করবে যে, তারা নিজেদের সত্যতার জ্যোতিতে দলিল প্রমাণ ও নিদর্শনাবলীর প্রভাবে সকলের মুখ বন্ধ করে দিবে। " (আল্লাহ তায়ালার ফজলে পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে এই সত্যতা প্রকাশ পাচ্ছে এবং এই ধারা অব্যাহত রয়েছে)। "এবং প্রত্যেক জাতি এই নির্ঝর থেকে তৃষ্ণা নিবারণ করবে এবং এই সিলসিলা ফুলেফলে সুশোভিত হয়ে দ্রুততার সহিত বিস্তার লাভ করবে ও অচিরে সমগ্র জগতকে পরিবেষ্টন করবে। অনেক বাধা বিপত্তির সৃষ্টি হবে এবং পরীক্ষা আসবে কিন্তু খোদা সমস্ত কিছুকে পথ থেকে অপসারিত করবেন। এবং স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন। এবং খোদা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন যে আমি তোমাকে আশিসের উপর আশিস প্রদান করতে থাকব। এমনকি বাদশাহগণ তোমার বস্ত্র থেকে কল্যাণ অন্বেষন করবে। অতএব হে শ্রবনকারীরা! এই কথা গুলি স্মরণে রেখো এবং আগামবার্তা গুলিকে সিন্দুকের মধ্যে সুরক্ষিত রাখ , কেননা এটি খোদার বাণী যা একদিন পূর্ণ হবে। আমি নিজের মধ্যে কোনও সৎকর্ম দেখিনা, আর আমি সেই কাজ করিনি যা আমার করা উচিত ছিল বিবেচনা করি । এটা একমাত্র খোদা তায়ালার অনুগ্রহ যে, সেই সর্বশক্তিমান এবং পরম দয়ালু আমাকে গ্রহণ করেছেন।" (তাজল্লিয়াতে ইলাহিয়া)

অতএব এটি হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর দাবী বা ভবিষ্যদ্বাণী । আর আমরা প্রত্যেকদিন এটা পূর্ণ হতে দেখছি। কিন্তু প্রত্যেক জাতি ও ধর্মের জন্য এটা বিবেচনার বিষয়। মসীহ মওউদ (আঃ) এর জামাত আল্লাহ তায়ালার তাঁর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উন্নতি লাভ করে চলেছে। আর যেরূপ আমি বলেছি যে প্রত্যেকদিন আমরা উন্নতি হতে দেখছি। অতএব মুসলমানেরাও ভেবে দেখুন (আহমদীরা ছাড়া যারা অন্য মুসলমান রয়েছেন) যে ,মসীহ ও মাহদী যার আসার কথা ছিল সে এসে গিয়েছে । এবং তাঁর সত্যতার জন্য কুরআন ও হাদিসে অগণিত প্রমাণ রয়েছে। কুরান ও হাদিস উভয় থেকেই পাওয়া যায়। যার মধ্য থেকে আমি দু একটির উল্লেখও করেছি। যুগের পরিস্থিতিও এটা পূর্ণ করছে। তবে এখন কিসের প্রতীক্ষায় বসে আছ। হে মানুষ সকল একটু চিন্তা কর। খ্রীষ্টানদের জন্য মসীহর পুনরায় আগমণের কথা ছিল অতএব তিনি এসে গিয়েছেন। এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরকেও একত্রিত করার জন্য যার আসার কথা ছিল সে এসে গিয়েছে। এখন যদি একে অপরের ভাবাবেগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা শিখাতে হয় তবে সেই মসীহ ও মাহদী শেখাবেন। এখন যদি সমস্ত ধর্মের নবীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা শেখাতে হয় তবে সেই মসীহ ও মাহদীই শেখাবেন। যদি এখন পৃথিবীতে শান্তি , ভালবাসা ও সম্প্রীতি ছড়াতে হয় তবে এই মসীহ মওউদ সে কাজ করবেন। যদি মানবতাকে দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি দিতে হয় তবে এই মসীহ ও মাহদী মুক্তি দিবেন। যদি আল্লাহ তায়ালার দিকে নিয়ে যাওয়ার পথ দেখাতে হয় তবে এই মসীহ ও মাহদী পথ দেখাবেন।এবং বান্দাকে খোদার সমীপে নতঃশির করার পদ্ধতি কেউ শিখিয়ে দেয় তবে এই মসীহ সেই পথ বলে দিবে। অতএব জগতবাসী যদি এই সমস্ত বিষয়গুলি অর্জন করতে চাই তবে সমস্ত নবীদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আগমনকারী আঁ হযরত (সাঃ) এর এই প্রকৃত প্রেমী ও মসীহ মওউদ এর শিক্ষার অনুসারী হয়ে যান। নতুবা আমরা আল্লাহ তায়ালার প্রকোপের ছায়া ঘনীভুত হতে দেখছি, যার সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) খোদা তায়ালার পক্ষ থেকে সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে আমাদেরকে সতর্ক করেছেন। অতএব আপনারা যারা আহমদী তাদেরকেও আমি বলব যে প্রত্যেক আহমদী নিজেদের সংশোধনের প্রতি মনোযোগী হন। এবং নিজেদের সংশোধনের পাশাপাশি পৃথিবীকেও এই সতর্কবাণী সম্পর্কে অবগত করুন। আল্লাহ তায়ালা এই সকল দুনিয়াদারদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করুন এবং তাদেরকে সত্য বোধগম্য করার সৌভাগ্য দান করুন।

তৃতীয় খুতবা

খুতবা জুমা , ২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০০৬, স্থান : বায়তুল ফুতুহ লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

পূর্বের যে বিষয়টি চলছিল, অর্থাৎ বিগত কয়েক সপ্তাহে যে সকল ঘটনাবলী ঘটছে , সাংবাদিকতা ও অভিব্যক্তির স্বাধীনতার নামে মুসলমানদের ভাবাবেগকে আহত করার ও অত্যাচারপূর্ণ আচরণ অবলম্বন করার জন্য পশ্চিমের কিছু দেশ ও সংবাদপত্র যে ধারা অব্যাহত রেখেছে আজকেও সেই সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলব। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মুসলমান দেশগুলিতে কিছু সংবাদপত্র ও দেশের বিরুদ্ধে যে ঝড় বইছে সেই সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। ব্যক্তিগত স্তরে, সমবেতভাবে এবং সরকারি ভাবেও এই বিরোধ প্রদর্শন হচ্ছে। শুধু তাই নয় বরং ইসলামী দেশগুলির সংগঠনও বলেছে যে পশ্চিমা দেশগুলির উপর চাপ সৃষ্টি করা হবে যেন তারা ক্ষমা প্রার্থনাও করে এবং এমন আইন প্রণয়নও করে যাতে সাংবাদিকতা ও অভিব্যক্তির স্বাধীনতার নামে আম্বিয়া পর্যন্ত না পৌঁছয়। কেননা তারা যদি এর থেকে বিরত না হয় তবে বিশ্ব শান্তির কোনো নিরাপত্তা থাকবেনা। এই দেশগুলির বা সংগঠন গুলির এটা খুব ভাল প্রতিক্রিয়া। আল্লাহ তায়ালা ইসলামী দেশগুলির মধ্যে এমন দৃঢ়তা প্রদান করুন এবং তাদেরকে সামর্থ্য প্রদান করুন যেন আন্তরিক বেদনার সাথে সত্যিকার অর্থে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এরূপ মীমাংসাকারী হওয়ার যোগ্য হতে পারে।

পশ্চিমা দেশ এবং সংবাদপত্র গুলির দ্বৈত নীতি

কিছু দিন পূর্বে ইরানের একটি পত্রিকা ঘোষণা করেছিল যে এই অপকর্মের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য নিজেদের পত্রিকায় একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে, যার মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে ইহুদীদের সঙ্গে হওয়া আচরণ কার্টুনের মাধ্যমে তুলে ধরা হবে। যদিও এটি ইসলামী প্রতিক্রিয়া নয়, এটি ইসলামী পন্থা নয় কিন্তু পশ্চিমি দেশগুলি যারা স্বাধীনতার বুলি আওড়ায় এবং সকল প্রকারের অশালীনতাকে পত্র পত্রিকায় প্রকাশ করাকে সাংবাদিকতার স্বাধীনতা নামে আখ্যা

(শেষাংশ ১১ পাতায়...)

জুমআর খুতবা

যুগের খলীফার প্রতি ভালবাসা কেবল খোদা তা'লা সৃষ্টি করতে পারেন এবং খোদার কারণেই হওয়া সম্ভব।

কেবল ব্যবস্থাপনা সূচীত হওয়া কোন মূল্য রাখেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত না যুগ খলীফা এবং জামাতের সদস্যদের মাঝে নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও অনুরাগের সম্পর্ক তৈরী হয়। এটি আল্লাহ্ তা'লাই তৈরী করেন।

জামাতের সঙ্গে খিলাফত এবং যুগ খলীফার যে সম্পর্ক রয়েছে সেটি আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য সমর্থনের প্রমাণ।

খিলাফতের সঙ্গে জামাতের সদস্যদের ভক্তি, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগ থেকেই ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে আসছে, আর কেনই বা হবে না, এটি আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারেই হচ্ছে।

জামাতের পুণ্যের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার স্পৃহা রয়েছে সেটি হল এর সত্যতার প্রকৃত আত্মা।

সত্যের আত্মা কখনও কোন মিথ্যাবাদী সৃষ্টি করতে পারে না।

খিলাফতের সঙ্গে নিষ্ঠা ও ভালবাসার সম্পর্ক ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের জামাতের সদস্যদের আহমদীয়াতের খলীফার সঙ্গে ভক্তি ও অনুরাগের বহিঃপ্রকাশ হওয়ার ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলী

২৭শে মে খিলাফত দিবস থেকে এম.টি.এ নতুন পর্বে প্রবেশ করার ঘোষণা।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রেক্ষিতে আটটি চ্যানেল ভিত্তিক এক নতুন বিন্যাসের সঙ্গে এম.টি.এর সম্প্রসারণের সূচনা।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, থেকে প্রদত্ত ২৯ শে মে , ২০২০, এর জুমুআর খুতবা (২৯ হিজরত, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেছেন, "আমি খোদা তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, কেননা তিনি আমাকে নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্ত একটি জামা'ত দান করেছেন। আমি লক্ষ্য করি যে, তাদেরকে আমি যে কাজ বা উদ্দেশ্যেই আহ্বান করি না কেন তারা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে, আগ্রহও উদ্দীপনার সাথে একে অপরের অগ্রগামী হয়ে নিজ নিজ শক্তি সামার্থ্য অনুসারে এগিয়ে আসে। আমি আরো প্রত্যক্ষ করি, তাদের মাঝে এক বিশেষ সততা ও নিষ্ঠা বিদ্যমান।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৩৬)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে এই সততা, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা, আন্তরিক সম্পর্ক এবং ভালোবাসার দৃশ্য আমরা দেখেছি। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবীগণের অগণিত ঘটনা রয়েছে। পুরোনো আহমদী পরিবারগুলোতে এই আন্তরিক সম্পর্কের রেওয়ায়েতেরও চর্চা হয়। আর আমাদের পুস্তকাদিতে, খলীফাগণের খুতবা ও বিভিন্ন বক্তব্যেও এসবের উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে আন্তরিক সম্পর্ক সেসব পরিবারে এখনো বজায় আছে আর নবাগতদের মাঝেও রয়েছে আর থাকা উচিত। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথের এই আন্তরিক সম্পর্ক শুধমাত্র সেযুগ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে নি বরং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুসারে এটা পরবর্তীদের মাঝেও প্রতিষ্ঠিত আছে। আর এই নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্কই জামা'তের ঐক্য ও একতার চিহ্ন বহন করে এবং নিশ্চয়তা প্রদান করে। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে অবগত হওয়ার পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন এই ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিজের বিদায়ের সংবাদ জামা'তকে অবগত করেন তখন একইসাথে জামা'তকে আশ্বস্ত করার জন্য আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে অবগত হয়ে জামা'তে খিলাফতের ধারা সূচীত হওয়ার সুসংবাদও প্রদান করেন। এ বিষয়ে আল্ ওসীয়্যত পুস্তকে তিনি লিখেন,

"আমি তোমাদের যে কথা বলছি তাতে তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়ে যায়। কারণ, তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও আবশ্যক আর এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা সেটি স্থায়ী আর এর ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। আর সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না। কিন্তু আমি যখন চলে যাব তখন খোদা তোমাদের জন্য সেই দ্বিতীয় কুদরত পাঠিয়ে দিবেন যা তোমাদের সাথে চিরকাল থাকবে। যেভাবে 'বারাহীনে আহমদীয়া' পুস্তকে খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। সেই প্রতিশ্রুতি আমার নিজের সম্বন্ধে নয় বরং সেই প্রতিশ্রুতি তোমাদের সম্বন্ধে। যেমন, খোদা বলেন, আমি তোমার এই অনুবর্তী জামা'তকে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যদের ওপর বিজয় দান করব।"

(আল ওসীয়ত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ৩০৫-৩০৬)

অতএব আল্লাহ্ তা'লার এই প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাঁর মৃত্যুর পর খিলাফত ব্যবস্থাপনা সূচীত হয়। কেবল খিলাফত ব্যবস্থাপনা চালু হওয়াই কোন মূল্য রাখে না, যতক্ষণ পর্যন্ত যুগ-খলীফা এবং জামা'তের সদস্যদের মাঝে নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা, ভক্তি ও অনুরাগের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না হয়। আর এই সম্পর্ক কেবল আল্লাহ্ তা'লাই সৃষ্টি করতে পারেন। কোন মানবীয় প্রচেষ্টা এমন সুসম্পর্ক সৃষ্টিও করতে পারে না আর প্রতিষ্ঠিতও

রাখতে পারে না। এই সম্পর্কই জামা'তের একতা, ঐক্য ও উন্নতির নিশ্চয়তা প্রদান করে। আর এ সম্পর্কই আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থনের এবং আহমদীয়া জামা'তের সত্যতার প্রমাণ। খিলাফতের সাথে জামা'তের সদস্যদের যে সম্পর্ক, এতে পুরোনো ও নবাগত যুবক ও শিশু-কিশোর, নারী ও পুরুষ, যারা যুগ খলিফাকে কখন দেখেও নি, দূরদূরান্তে বসবাসকারী– সকল আহমদী এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এসব লোক নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় অগ্রগামী এবং অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টায় রত। যুগ-খলীফার কোন বার্তা তাদের কাছে পৌছলে তারা তাতে আমল করার চেষ্টা করে। এমনভাবে ভালোবাসা ও আন্তরিক সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ করে– যা দেখে অবাক হতে হয়। আর এ সবকিছু আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার বাস্তব প্রমাণ আর জামা'তের উন্নতিও এই সম্পর্কের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আমি বলেছি, খেলাফতের সাথে জামা'তের এবং জামা'তের সাথে খেলাফতের যে সম্পর্ক তা আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থনের বাস্তব প্রমাণ বহন করে। এটি কেবল মৌখিক দাবি নয় বরং হাজার হাজার বরং লক্ষ লক্ষ এমন ঘটনা আছে, যেখানে জামা'তের সদস্যরা এই সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ করেন। যদি এসব ঘটনা একত্রিত করা হয় তাহলে অগণিত মোটা মোটা খণ্ড হয়ে যাবে।

যাহোক, সব যুগেই যুগ-খলীফার সাথে জামাতের সদস্যদের যে আবেগ-অনুভূতি ছিল সেসব আবেগ অনুভূতি সম্বলিত কতিপয় ঘটনা এখন আমি উল্লেখ করব। হযরত মসীহে মাওউদ (আ.) এর মৃত্যুর পর আরম্ভ হয়েছে আর আজ ১১২ বছর পূর্ণ হওয়ার পরও একইভাবে তা প্রতিষ্ঠিত আছে। বিরোধীরা মনে করতো, হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর এই জামা'ত ধ্বংস হয়ে যাবে কিন্তু খেলাফতের সাথে এবং হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)-এর সাথে জামা'তের সদস্যদের ভক্তি, ভালোবাসা, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে আর কেনই বা হবে না, এটি তো মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যাহোক, এখন আমি কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করছি। হযরত খলিফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.)-এর যুগ থেকে আরম্ভ করছি। প্রথমে দু'একটি ঘটনা বর্ণনা করব।

হযরত খলিফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.)-এর অসুস্থ্যতার দিনগুলোর বিষয়ে আল বদর পত্রিকার সম্পাদক সাহেব লেখেন, সে দিনগুলোতে খোদ্দামদের পক্ষ থেকে খলীফার অসুস্থতার খোজখবর নেওয়ার উদ্দেশ্যে অনেক পত্র আসছিল। এসব পত্রের প্রেক্ষিতে হযরত খলিফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) বলেন, যারা আমার অসুস্থ্যতার খবর নিতে পত্র লেখেন আমি তাদের সকলের জন্য দোয়া করি। সম্পাদক সাহেব লেখেন, অনুরাগীরা আশ্চর্যজনকভাবে নিজেদের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করছেন। সেসব পত্র থেকে কয়েকটি পত্রের অংশবিশেষ দৃষ্টান্তস্বরূপ উপস্থাপন করছি।

হাকিম মোহাম্মদ হোসাইন কুরায়শী সাহেব লেখেন, আমি একদিন আল্লাহ্ তা'লার কাছে নিবেদন করেছিলাম, হে প্রভু! হযরত নূহ (আ.)-এর জীবনের প্রয়োজন নির্ধারিত গণ্ডিতে ছিল আর এখনকার প্রয়োজন তো তুমিই ভালো জানো। আমার নিবেদন কবুল কর, আর আমাদের ইমামকে নূহের ন্যায় আয়ূ দান কর।

এরপর মাদ্রাস থেকে ব্রাদার মুহাম্মদ হাসান পাঞ্জাবি সাহেব লেখেন, হযরত সাহেবের সুস্থতার খবর শুনে আমি এতটাই আনন্দিত হয়েছি, যা কেবল আমার কৃপালু ও অনুগ্রহশীল আল্লাহ্ই অনুমান করতে পারেন।

(আল বদর, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১১, পৃ: ২)

সম্পাদক সাহেব লেখেন, "ভালোবাসা অদ্ভুত এক জিনিস। অষ্ট্রেলিয়ার ব্যবসায়ী আমাদের বন্ধু মিয়া মুহাম্মদ বখশ সাহেব তার এক পত্রে লেখেন, আপনি কাদিয়ানের পত্রিকার নিচের দিকে হযরত খলীফাতুল মসীহর বিষয়ে যে শিরোনাম লেখেন, সেখানে কেবল খলীফাতুল মসীহর বাক্যই যেন না থাকে বরং শিরোনামেই তাঁর স্বাস্থ্য ও সুস্থ্যতার বিষয়ে ইঙ্গিত করে এমন শব্দ যুক্ত করে দিবেন, কেননা বদর পত্রিকা খোলার সময় সর্বপ্রথম যে বাক্যগুলো আমাদের উৎসুক চোখ খুঁজে বেড়ায় তাহলো শিরোনামের বাক্যাবলী আর আমাদের মন চায়, ভেতরের বাক্যাবলী পড়ার পূর্বেই শিরোনামের বাক্য পড়েই যেন আমাদের হৃদয় প্রশান্ত হয়। সম্পাদক সাহেব লেখেন, আমরা আমাদের প্রিয় বন্ধুর আন্তরিকতাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখি এবং সেবার তার ইচ্ছানুযায়ী শিরোনাম প্রস্তুত করি।"

(আল বদর, ৬ই এপ্রিল , ১৯১১, পৃ: ১)

খিওয়া বাজোয়ার হযরত আবু আব্দুল্লাহ্ সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.)-এর সাহচর্যে বসে ছিলেন, একদিন তিনি নিবেদন করলেন, আমাকে কোন উপদেশ দিন। হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) বললেন, কোন বিষয় করার ছিল আর আপনি তা করেন নি- আমি তা মনে করি না। তিনি (রা.) বললেন, মৌলভী সাহেব! কোন বিষয় আপনার করার ছিল আর আপনি করেন নি– আমি তা মনে করি না; এখন তো কেবল হিফজে কুরআনই বাকি আছে। অতঃপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর কথানুযায়ী তিনি প্রায় ৬৫ বছর বয়সে পবিত্র কুরআন হিফয করা আরম্ভ করেন এবং এত বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও হাফেযে কুরআন হয়ে যান।

(রোযনামা আলফযল, ৮ই ডিসেম্বর, ২০১০)

এই ছিল তার চেতনা অর্থাৎ কোনভাবে খলীফাতুল মসীর নির্দেশ পালন করব বা তা তে আমল করব।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর যুগে শুদ্ধি আন্দোলন যখন তুঙ্গে ছিল। এটি ১৯২৩ সনে মালকানা অঞ্চলে আরম্ভ হয়েছিল। পরিস্থিতি দেখে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর মন অস্থির হয়ে যায়। তিনি সেবছরই ৯ মার্চ জুমুআর খুতবায় আহমদীদেরকে নিজ খরচে সেই অঞ্চলে যাওয়ার এবং দাওয়াত ইলাল্লাহর মাধ্যমে মুরতাদদের ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা জামাতের সম্মুখে রাখেন। এই তাহরীকে জামাতের সদস্যরা ব্যাপকভাবে সাড়া দেয়। উচ্চশিক্ষিত সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক, ব্যবসায়ী মোটকথা সকল শ্রেণী ও পেশার নিষ্ঠাবান আহমদীরা সেসব অঞ্চলে দাওয়াতে ইলাল্লাহর কাজ করতে থাকেন আর তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টায় হাজার হাজার মানুষ পুনরায় এক অদ্বিতীয় আল্লাহর কলেমা পাঠ করা আরম্ভ করে। একজন প্রবীণ বুযুর্গ ক্বারী নঈমুদ্দীন বাঙ্গালী সাহেব। একদিন যখন হুযূর কোন সভায় বসেছিলেন তখন অনুমতি নিয়ে নিবেদন করেন, যদিও আমার পুত্র মৌলভী যিল্লুর রহমান এবং বিএ অধ্যায়নরত মতিউর রহমান আমাকে বলে নি। কিন্তু আমি অনুমান করছি, রাজপুতনা গিয়ে দাওয়াতে ইলাল্লাহর কাজ করার জন্য জীবন উৎসর্গ করার যে তাহরীক হুযূর কাল করেছেন আর সেখানে গিয়ে থাকার ক্ষেত্রে যেসব শর্ত উপস্থাপন করেছেন তাদের মনে হতে পারে, তারা যদি নিজেদেরকে উপস্থাপন করে তাহলে তাদের বৃদ্ধ পিতা হিসাবে হয়তো আমি কষ্ট পাবো। কিন্তু আমি হুযূরের সামনে আল্লাহ তা'লাকে সাক্ষি রেখে বলছি, তাদের সেখানে গিয়ে কষ্ট করায় আমার বিন্দুমাত্র দুঃখ ও ক্লেশ নেই। আমি স্পষ্টভাবে বলছি, এরা দু'জন যদি আল্লাহর রাস্তায় কাজ করতে করতে গিয়ে মারাও যায় তাহলে আমি এদের জন্য একফোটা অশ্রুও ঝরাবো না। বরং খোদা তা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব। শুধু এই দুই ছেলেই নয় আমার তৃতীয় ছেলে মাহবুবুর রহমানও যদি ধর্মসেবা করতে গিয়ে মারা যায় আর আমার যদি দশ ছেলে আরো থাকতো আর তারাও মারা যেতো তাহলেও আমি কোন দুঃখ পাব না। এতে হুযূর ও উপস্থিত জামাতের অন্যান্য সদস্যরাও জাযাকাল্লাহ বলেন। (আল ফযল, ১৫ই মার্চ, ১৯২৩, পৃ: ১১)

১৯২৪ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) যখন ইউরোপ সফরে গিয়েছিলেন, তখন যে সাময়িক বিচ্ছেদ ছিল তাও জামাতের সদস্যদের ব্যাকুল করে তুলেছিল। একটি রেওয়ায়েত হতে এটি অনুমান করা যায়। স্টেশন মাস্টার বাবু সিরাজ দীন সাহেব লেখেন-

"আমাদের মনিব দূরে আছেন, আমরা বাধ্য যদি সম্ভব হতো তাহলে হুযূরের পদধুলি হয়ে যেতাম যেন বিরহ বেদনা সইতে না হয়। প্রিয় মনিব, আমি চার বছর হল দারুল আমানে যাই নি কিন্তু মন আশ্বস্ত ছিল, যখন চাইব হুযূরের পদচুম্বন করে নিবো। কিন্তু আজ একেকটি দিন কষ্টে

কাটছে। আল্লাহ হুযূরকে নিরাপদে ও সুস্থ এবং সফল ও বিজয়ী করে শীঘ্র ফিরিয়ে আনুন। ” (সোয়ানেহ ফযলে উমর, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৭৫)

এই ভালোবাসা কে সৃষ্টি করেছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, “গতবছর গুরুদাসপুর জেলার এক যুবক আমার তাহরীক শুনে কোন পাসপোর্ট ছাড়াই আফগানিস্তান গিয়ে উপস্থিত হয়। যুগ-খলীফার সাথে নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। সে বলে, যুগ-খলীফার নির্দেশ পালন করা আবশ্যক। তবলীগের আহ্বান করা হয়েছিল, শুনামাত্রই আফগানিস্তান চলে যান এবং তবলীগ শুরু করেন; তার কাছে পাসপোর্টও ছিল না। সরকার তাকে গ্রেফতার করে জেলে পুরে দেয়; তিনি সেখানে কয়েদীদের ও অফিসারদের তবলীগ করা আরম্ভ করেন এবং সেখানকার আহমদীদের সাথেও সেখানে পরিচয় করিয়ে দেন এবং কয়েকজনের উপর প্রভাবও সৃষ্টি করেন। অবশেষে, অফিসাররা রিপোর্ট করে– ‘এ তো জেলখানাতেও প্রভাব বিস্তার করছে!’ মোল্লারা হত্যার ফতোয়া দেয়, কিন্তু মন্ত্রী বলেন, ‘সে ইংরেজ সরকারের প্রজা, তাকে আমরা হত্যা করতে পারি না।’ অবশেষে সরকার নিজের নিরাপত্তায় তাকে হিন্দুস্তানে পৌঁছে দেয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) লেখেন, “কয়েক মাস পর সে ফিরে আসে। তার সাহসিকতার বা উদ্দীপনার অবস্থা এমন যে, আমি যখন তাকে বললাম, ‘তুমি ভুল করেছ! আরও তো অনেক দেশ ছিল যেখানে তুমি যেতে পারতে এবং গ্রেফতার না হয়েই তবলীগ করতে পারতে।’ সে তৎক্ষণাৎ বলে বসে, ‘তাহলে এখন আপনি কোন দেশের নাম বলে দিন, আমি সেখানে চলে যাব।’ সেই যুবকের মা বেঁচে আছেন, তবুও সে মায়ের সাথে দেখা না করেই অন্য কোন দেশে চলে যেতেও প্রস্তুত ছিল; কিন্তু আমি বলায় সে মায়ের সাথে দেখা করতে যাচ্ছে।” হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, “যদি অন্য যুবকরাও এই আফগানিস্তান-ফেরত পাঞ্জাবী যুবকের মত উদ্দীপ্ত হয়, তবে অল্প সময়ের ভেতরই পৃথিবীর চিত্র পাল্টে যেতে পারে।” (তারিখে আহমদীয়াত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৪৪)

সিরিয়ার এক বন্ধু ছিলেন, মুহাম্মদ আশ-শাওয়া সাহেব। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যখন সিরিয়া গিয়েছিলেন, তখন তিনি তার (রা.)-এর সাথে লেবানন যাওয়ারও সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তিনি খুব নামকরা উকিল ছিলেন আর খিলাফতের সাথে তার গভীর ও প্রগাঢ় সম্পর্ক ছিল। তিনি যেহেতু উকিল ছিলেন, তাই সব কথা যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে বলতে চাইতেন। কিন্তু যখন তাকে বলা হতো ‘যুগ-খলীফার পক্ষ থেকে একথা বলা হয়েছে’, তখন বলতেন, ‘ব্যস, হয়েছে! এই নির্দেশ যখন এসে গেছে তখন আর কোন কথা নেই, এখন এটিই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।’ মোটকথা, এমনই ছিল খিলাফতের সাথে সেসব মানুষের সম্পর্ক।

(খুতবা জুমআ, প্রদত্ত ২৩শে অক্টোবর, ২০০৯, খুতবাতে মাসরূর, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৫০৩-০৪)

তৃতীয় খিলাফতের যুগে আমেরিকায় সিস্টার নাঈমা লতিফা নামক এক আহমদী ভদ্রমহিলা ছিলেন, খিলাফত ও যুগখলীফার প্রতি তার অগাধ ভালবাসা ছিল এবং যুগ-খলীফার আনুগত্যকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিতেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেসের আমেরিকা সফরের সময় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্দার গুরুত্ব বিষয়ে বক্তব্য শুনে তখনই হিজাব পরা শুরু করেন, আর সেই যুগে তার অঞ্চলে তিনিই একমাত্র নারী ছিলেন যাকে ইসলামী পর্দা পালন করতে দেখা যেত। ”

(খুতবা জুমআ, প্রদত্ত ৩রা অক্টোবর, ২০১৪, খুতবাতে মাসরূর, খণ্ড-১২, পৃ: ৬০৫)

যুগ-খলীফার নির্দেশ পাল নে এবং যুগ-খলীফার সাথে যে সম্পর্ক রয়েছে তা রক্ষা করতে ব্যাকুল ছিলেন। আমি যেহেতু বয়আত করেছি, তাই এই নির্দেশ পালনও করতে হবে।’

খানিওয়াল জেলার সাঁওয়াল-নিবাসী নযীর আহমদ সাহেব এই ঘটনাটি শুনিয়েছেন; বাগড় সারগানার একজন নিষ্ঠাবান আহমদী ছিলেন মোকাররম মেহের মুখতার আহমদ সাহেব, তার ঘটনা বর্ণনা করেছেন: ১৯৭৪ সালের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিরোধিরা তার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। তিনি অত্যন্ত সক্রিয় দায়ী ইলাল্লাহ্ হওয়ার কারণে তার সগোত্রীয়রাও প্রচন্ড বিরোধিতা করে এবং সম্পূর্ণরূপে বয়কট করে। এতে তিনি ঈমানে পূর্বের চেয়ে আরও বেশি দৃঢ় হন এবং নিজের বন্ধুত্বের গন্ডি আরও বিস্তৃত করেন। বিরোধিরাও তাদের কার্যক্রম আরও জোরদার করে এবং শত্রুদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। তিনি সন্তানদের পড়ালেখা ও সুস্থ পরিবেশে তাদেরকে বড় করে তোলার জন্য তার কৃষিজমি বিক্রি করে রাবওয়ার কাছাকাছি চুক্তিভিত্তিক জমি নিয়ে চাষাবাদ আরম্ভ করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর সাথে তিনি যখন সাক্ষাৎ করেন এবং জানান যে ‘আমি নিজ গ্রাম বাগড়, সারগানা থেকে জমিজমা বিক্রি করে রাবওয়ার কাছে চুক্তিতে জমি নিয়েছি এবং চাষাবাদ করেছি’, হুযূর এটি পছন্দ করনে নি অর্থাৎ নিজ এলাকা খালি ছেড়ে আসা উচিত হয় নি। তিনি তৎক্ষণাৎ এতে আমল করেন। (রাবওয়ায়) চুক্তিতে নেওয়া জমির মালিকের কাছে টাকা ফেরত চান, সে টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে তিনি ফসল এবং চুক্তির টাকা না নিয়েই নিজ গ্রাম বাগড় সারগানাতে ফেরত চলে আসেন এবং নিজের বিক্রয় করা জমি পুনরায় চেষ্টাপ্রচেষ্টা করে বেশি দামে কিনেন। তারপর তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর খেদমতে এসে বলেন, হুযূর! আপনার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে এসেছি। হুযূর (রাহে.) তার এই কাজে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন আর মেহের সাহেবও এ কথা বলতে গিয়ে খুবই আনন্দিত হতেন।

(রোযনামা আল ফযল, ১০ই মে, ২০১০, পৃ: ৫)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) একবার তাঁর এক খুতবায় বলেন, আমি ১৯৭০ সালে আফ্রিকা সফরে যাই। সেখানে আমাদের একজন মুবাল্লিগ এমন একটি প্রোগ্রাম আয়োজন করে যা আমার জন্য খুব কষ্টদায়ক ছিল কেননা প্রায় একশ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে এমন সময়ে আমি সেখানে পৌঁছাই, জামাতের সদস্যদের সাথে করমর্দন করাও সম্ভব ছিল না। একশ মাইল সফর করার কারণে সফরটি কষ্টদায়ক ছিল না বরং কষ্টের কারণ ছিল, অনুষ্ঠান এতই সংক্ষিপ্ত ছিল, জামাতের সদস্যদের সাথে করমর্দন করাও সম্ভবপর ছিল না কেননা সেখানে আমার একটি বক্তৃতা ছিল যাতে বিদেশী খ্রীষ্টান মেহমানরাও এসেছিলেন। হুযূর (রাহে.) বলেন, আমি সেখানে বক্তৃতা করি এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব চলতে থাকে। ফলে অনেক দেরী হয়ে যায় আর অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে যায় তখন আমাদের মুবাল্লিগ সাহেব ঘোষণা করেন, করমর্দন করা হবে না। হুযূর (রাহে.) বলেন, যেসব মানুষ জীবনে প্রথমবারের মত আহমদীয়া জামা’তের খলীফার সাথে সাক্ষাত করছিল, তাঁর কাছে গিয়েছিল এবং তারা জানে না, জীবনে আর কখনো সুযোগ পাবে কি-না, তারা এই ঘোষণা সত্ত্বেও আমার সাথে করমর্দনের জন্য ছুটে আসে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বলেন, স্থানীয় আহমদীরা আমার প্রাইভেট সেক্রেটারীসহ অন্যান্য সফরসঙ্গীদের এত জোরে ধাক্কা দেয়, তারা বুঝতেই পারে নি কোথায় গিয়ে পড়েছে? এরপর তারা আমার সাথে করমর্দন করা আরম্ভ করে দেয়। হুযূর (রাহে.) বলেন, যাহোক করমর্দন শুরু হয়ে যায় তবে তা কোন সাধারণ করমর্দন ছিল না। কোন ব্যক্তি আমার হাত ধরলে আর ছাড়তেই চাইতো না। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতো এবং আমার হাত ছাড়তই না আর পরের জন অপেক্ষায় থাকতো আর অবশেষে অনেকগুলো করমর্দনের পর যে ঘটনা ঘটে তা হলো, অপেক্ষমান ব্যক্তি বিরক্ত হয়ে এক হাত দিয়ে করমর্দনকারীর হাত ধরতো এবং আরেক হাত দিয়ে আমার হাত ধরে জোরে টেনে ছাড়িয়ে নিয়ে সে নিজে করমর্দন করতো আর সেও আমার হাত ছাড়তো না। এভাবে পরবর্তী ব্যক্তিকেও এমনটিই করতে হতো। মোটকথা হুযূর (রাহে.) বলেন, আমরা অনেক কষ্টে সেখান থেকে বের হই। আর অন্যদের জন্য বলছি কেননা জামাতের সদস্যরা তো জানেই, খিলাফতের সাথে তাদের সম্পর্ক কীরূপ? অন্য দের উদ্দেশ্যে বলছি, আমি এতোটা বোকা নই, এটি মনে করবো, আমার কোন গুণের কারণে পাঁচ-ছয় হাজার মাইল দূরে বসবাসকারী মানুষের

মনে আমার জন্য ভালবাসা সৃষ্টি হয়েছে যারা জীবনে কখনো আমাকে দেখে-ও নি তারা আমার গুণ সম্পর্কে জেনে তারা এভাবে করমর্দনের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ছিল! বস্তুত, এই ভালবাসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'লা-ই সৃষ্টি করে রেখেছেন।

(খুতবাতে নাসের, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৫৪৭-৫৪৮, প্রদত্ত খুতবা, ২২শে অক্টোবর, ১৯৭৬)

এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর যুগ আসে। তিনি (রাহে.) বলেন, "আফ্রিকায় যে অসাধারণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা আমাদের পুরনো ওয়াকেফে জিন্দেগীদের কুরবানীর ফলেই হয়েছে। যে অসাধারণ বিপ্লব আজ সেখানে পরিলক্ষিত হচ্ছে তা এতই মহান এবং দেশের মধ্যে এতটাই আশ্চর্যজনক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যা সেখানকার জামাতের সদস্যরাও কল্পনা করতে পারে না। কতক অভিজ্ঞ আহমদী এবং সেদেশের প্রশাসনের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা আমাকে বলেছে যে, আমাদের জাতি আহমদীয়াতের ভালবাসায় ও সহযোগিতায় এতটা এগিয়ে যাবে আর এখন গোটা জাতি আহমদীয়াতের বাণী শোনার জন্য এতটা প্রস্তুত তা আমরাও জানতাম না। হুযূর (রাহে.) বলেন, এক ব্যক্তি যার নাম নেওয়া কিংবা তার দেশের নাম বলা সমীচিন হবে না, তিনি বলেন, আমি তো বুঝতেই পারছি না যে, কী হচ্ছে? আমার চিন্তা-চেতনাতেও ছিলনা যে, আমাদের জাতি আহমদীয়া জামাতের খলীফার এতটা সেবা করার সৌভাগ্য পাবে এবং এতটা ভালবাসা প্রদর্শনের সুযোগ লাভ হবে। আমার কল্পনাতেও এটি ছিলনা। তিনি বলেন, আমি এখানে রাষ্ট্রের নেতৃবর্গের সাথে যা করা হয় তা নিজে দেখেছি এবং সেটিও জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে হয়। এদের ছাড়া অন্য কারো সাথে এরূপ আচরণ দেখিনি। তিনি এটিও বলেন যে, আমাদের জামাতের চেষ্টায় এটি হয়নি, যা কিছু হচ্ছে অদৃশ্য থেকে হচ্ছে এবং বিস্ময়করভাবে হচ্ছে।" (খুতবাতে তাহের, ৭ম খণ্ড, পৃ: ১৩৪-১৩৫)

অতএব, এসব কিছুই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সৃষ্ট। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) পাকিস্তানের কিছু অপ্রীতিকর বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে একস্থানে বলেন, "পাকিস্তানে কিছু অপ্রীতিকর জিনিষ যেমন ভিডিও ক্যাসেট এর অপব্যবহার প্রভৃতি আরম্ভ হয়েছে। তিনি (রাহে.) বলেন, আমি এক খুতবায় ঘোষণা করেছিলাম, কিছু নোংরা রীতির প্রচলন হচ্ছে এগুলোর ফলে জাতির নৈতিক চরিত্র ধ্বংস হয়ে যাবে এবং ঘরের শান্তি বিনষ্ট হবে। স্বামী স্ত্রী-র বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিন্ন হবে এবং তাদের বন্ধনে ফাটল ধরবে, চিড় ধরবে। এই প্রবণতাকে কখন বাড়তে দেবেন না বা প্রশ্রয় দিবেন না। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন, পাকিস্তান থেকে যেসব চিঠিপত্র পাই তাতে আমার হৃদয় খোদার দরবারে বারবার সিজদাবনত হয়েছে। কারণ, ঐসব লোক যারা কিছু মন্দ কাজে লিপ্ত ছিল তারা পরিস্কার লিখেছে যে, আমরা এসব মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিলাম। আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহ, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর জামাতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার কল্যাণে এবং যখন আপনার কথা সরাসরি আমাদের কাছে পৌঁছেছে, তখন আমরা আমাদের মন থেকে এসব মিথ্যা প্রতিমা চূর্ণ করে বাইরে নিক্ষেপ করেছি। তিনি বলেন, জামাতের সদস্যদের পূণ্যকর্মের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার যে প্রবণতা রয়েছে এটি সত্যের আসল প্রাণ যা পৃথিবীতে কোন মিথ্যাবাদী সৃষ্টি করতে পারবে না। "

(খুতবাতে তাহের, একাদশতম খণ্ড, পৃ: ৯২০)

এখন আমার যুগের ঘটনা বলছি, ২০০৪ সনে আমি নাইজেরিয়ার সফর করেছিলাম, দু'দিনের প্রোগ্রাম ছিল। প্রথমে নির্ধারিত প্রোগামে এটি অন্তর্ভুক্ত ছিলনা, ঘটনাচক্রে এবং বাধ্য হয়ে এটি হয়ে যায় কেননা, সেখান থেকেই ফ্লাইট চলত। কিন্তু সেখানে গিয়ে এটি অনুভব করলাম যে, এখানে আসার খুবই প্রয়োজন ছিল আর না আসলে বড় ভুল হতো। কিছুদিন পূর্বেই নাইজেরিয়া জামাতের জলসা অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল এবং বহুসংখ্যক লোক সেখানে অংশগ্রহণও করেছিল। ধারণা ছিল না যে, আমার আগমনে সেখানে দূর দূরান্ত থেকে লোকজন আসতে পারবে। কিন্তু শুধু দু'ঘন্টার জন্য সেখানে লোকেরা আমার সাথে সাক্ষাত করতে আসে এবং প্রায় ত্রিশ হাজার নরনারী সমবেত হয়। তাদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার যে দৃশ্য আমি দেখেছি তা দেখার মত ছিল।

খিলাফতের সাথে যে নিষ্ঠা ও ভালবাসার সম্পর্ক তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। যারা কখনো যুগ খলীফাকে দেখেও নি তারা যখন সরাসরি দেখল তখন তাদের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ অভাবনীয় ছিল। ফেরত আসার সময় কিছু নারী ও পুরুষ এত অবেগাপ্লুত ছিল এবং এমনভাবে ছটফট করছিল যা দেখে আশ্চর্য হতে হয় আর এরূপ ভালোবাসা কেবল খোদা তা'লাই সৃষ্টি করতে পারেন এবং খোদা তা'লার জন্যই হতে পারে। মৌলভীরা বলে আমরা আফ্রিকার অমুক রাষ্ট্রে আহমদীয়া জামা'তের কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছি আর অমুক আমাদের সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে যে মিশন বন্ধ হয়ে যাবে, এই করেছি সেই করেছি, বড় বড় কথা বুলি আওড়াচ্ছে। কিন্তু তাদের কেউ জিজ্ঞেস করুক, সেখানে লোকেরা যে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও ভালবাসা প্রদর্শন করে আর এমটিএ যেসব চেহারা এখন পৃথিবীবাসীকেও দেখাচ্ছে এবং আমরা নিজেরাও সেখানে গিয়ে দেখছি এগুলো কী? এটি কি মিশন বা জামা'তের কার্যক্রম বন্ধ করানোর ফল? যাহোক তাদেরকে তো আস্ফালন দেখাতেই হবে তা তারা এমনটি করছে। কিন্তু এসব কথা আমাদের ঈমানকে আরো দৃঢ় করে এবং ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয়। (খুতবাতে মাসরূর, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫৩-২৫৪)

২০০৮ সালে ঘানার সফর ছিল। আল্লাহর অনুগ্রহে সেখানে জামাত একটি জমি ক্রয় করেছে, পাঁচশত একরের অনেক বড় একটি প্লট। সেখানে জলসা ছিল। অধিকাংশ নারী-পুরুষ আমার যাওয়ার পূর্বেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। এই নতুন জায়গাটিতে পূর্বে একটি পোল্ট্রি ফার্ম ছিল, এর শেডও ছিল। এটিকে বদলে সেখানকার জামাত জলসার আবাসনের ব্যবস্থা করেছে। দরজা, জানালা লাগিয়ে ব্যারাকের মতো তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে স্থানের অপ্রতুলতা ছিল। কিন্তু স্থান স্বল্পতার কেউ অভিযোগ করে নি। সেখানে জলসায় যে বিপুল সংখ্যায় লোক সমাগম হয়েছিল তাদের মাঝে অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গও ছিল। ব্যবসায়ী, স্কুলের শিক্ষক, অন্যান্য পেশার লোকেরাও ছিল। যারা থাকার জায়গা পায় নি তারা বাইরে মাদুর বিছিয়ে নির্দ্বিধায় শুয়ে পড়েছে। এমনিতেই ঘানিয়ান জাতি ধৈর্যশীল; কিন্তু সে দিনগুলোতে তারা বিশেষভাবে ধৈর্য প্রদর্শন করেছে। যারা বাইরে অবস্থান করেছে তাদের দু'একজনকে কেউ বলেছে যে, তোমাদের অনেক কষ্ট হয়েছে; উত্তরে তারা বললো, আমরা জলসা শুনতে এসেছি এবং যুগ-খলীফার উপস্থিতিতে জলসা হচ্ছে। দু'দিনের সাময়িক কষ্টে কী আসে যায়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এ জলসায় অংশগ্রহণের সৌভাগ্য দিয়েছেন তাতেই আমরা আনন্দিত।

বুরকিনাফাসো এবং অন্যান্য প্রতিবেশী দেশ থেকে সেখানে লোকেরা এসেছিল। আমি জানতে পারি বুরকিনাফাসো থেকে যে বড় কাফেলা এসেছে তাতে কিছু লোক খাবার পায় নি। তাদের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার ছিল । সেখানে যারা গিয়েছিল তাদের মধ্যে এদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী ছিল। ষোল'শ কিলোমিটার সফর করে তিনশ খোদ্দাম সাইকেলে করেও সেখানে এসেছিল। যাহোক সেখানকার একজন মোবাল্লেগকে আমি বললাম, তারা খাবার পায় নি তাদের কাছে ক্ষমা চান এবং ভবিষ্যতে আপনারা তাদের খেয়াল রাখবেন। তিনি যখন তাদেরকে ক্ষমার বার্তা পৌঁছালেন তখন তারা উত্তরে বলল, আমরা যে লক্ষ্যে এসেছিলাম তা আমরা অর্জন করে ফেলেছি। খাবার আর কী; খাবার তো আমরা প্রতিদিন খাই। এ দরিদ্র লোকেরা প্রতিদিন কী-ইবা খেয়ে থাকে। তারা বললো, যে আধ্যাত্মিক খাবার আমরা এখন খাচ্ছি তা কি প্রতিদিন পাওয়া যায়? বুরকিনাফাসো জামাত এত পুরানো নয়। আমার ধারণা যখন আমি সফরে গিয়েছিলাম তখন দশ পনেরো বছরের পুরানো ছিল; এখন তিরিশ বছর পুরানো হবে। কিন্তু এরা নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা এবং ভালবাসায় উত্তরোত্তর উন্নতি করছে। দারিদ্রের এমন অবস্থা যে, কিছু লোক একজোড়া কাপড়

পরিধান করে এসেছিলেন সে কাপড়ই তাদের একমাত্র সম্বল ছিল; এতেই তিন চার দিন বা পাঁচদিন অথবা সপ্তাহ পার করেছেন এবং আবার সফরও করেছেন। যেহেতু এটি খেলাফত জুবিলীর জলসা এবং যুগ খলীফার উপস্থিতিতে এ জলসা হচ্ছে তাই তারা চিন্তা করেছেন যে, আমরা অবশ্যই এতে অংশগ্রহণ করবো। এজন্য তারা সামান্য সামান্য টাকা জমা করে জলসায় এসেছিলেন। সুতরাং এমন ভালবাসা খোদাতা'লা ছাড়া কে সৃষ্টি করতে পারে? যেসব খোদ্দাম সাইকেলে করে এসেছিল তাদের নিষ্ঠা এ থেকেও অনুমান করা যায় যে, বিভিন্ন স্থানে বিরতি দিয়ে টানা সাতদিন সফর করে তারা এখানে পৌঁছেছিল। এ সাইকেল আরোহীদের মাঝে কয়েকজন পঞ্চাশ ষাট বছরের ব্যক্তিও ছিল এবং তেরো চোদ্দ বছরের দুইজন কিশোরও ছিল। সেখানকার সদর খোদ্দামুল আহমদীয়াকে কেউ জিজ্ঞেস করলো যে, এটা কীভাবে সম্ভব হল? অনেক পরিশ্রম হয়ে থাকবে। তিনি উত্তরে বললেন, প্রাথমিক যুগের মুসলমানরা ইসলামের জন্য অগণিত কুরবানী করেছেন। আমরা চাচ্ছিলাম, আমাদের খোদ্দামরাও যেন সব ধরণের কুরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকে। আর আমাদের আকাঙ্খা ছিল যে, খেলাফত জুবিলী উপলক্ষে কোন এমন প্রোগ্রাম করা যাতে খেলাফতের সাথে আমাদের নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং আমরা যুগ খলীফাকে জানাতে পারি যে, আমরা কুরবানীর জন্য প্রস্তুত আছিএবং সব চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত আছি। সাইকেল আরোহীদের যাত্রা শুরু করার প্রাক্কালে সেখানে এক টিভি (চ্যানেলের) প্রতিনিধি জিজ্ঞেস করে যে, আপনাদের সাইকেলের যে দুরবস্থা! এখানকার ইউরোপের সাইকেলের মত উন্নত নয়; ভাঙ্গা, জ্বরাজীর্ণ ও নিতান্তই সাধারণ মানেরসাইকেল। (কিভাবে এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিবেন?) উত্তরে জামাতের প্রতিনিধি তাকে বলেন, আমাদের সাইকেল যদিও জরাজীর্ণ কিন্তু ঈমান এবং সংকল্প আমাদের অনেক বড়। আমরা খেলাফতের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এই যাত্রা করছি। জাতীয় টেলিভিশন যখন এই সংবাদ প্রচার করে তখন এই টিভি সংবাদের যে শিরোনাম পড়ে তা হলো, "আল্লাহ্‌র জন্য খেলাফত জুবিলী উপলক্ষে ওয়াগা থেকে আক্রা যাত্রা"। ওয়াগা হলো বোরকিনা ফাসুর রাজধানী এবং আক্রা ঘানার রাজধানী। সংবাদপত্রের শিরোনামে লিখেছিল, সাইকেল জরাজীর্ণ হলেও ঈমান তাদের সুদৃঢ়। এরা জন্মগত আহমদী নন; সাহাবীদের সন্তান-সন্ততিও নন বরং হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত এমন অঞ্চলের অধিবাসী যেখানে কাঁচা সড়ক, আবার কোথাও সেটিও নেই। মাত্রকয়েক বছর আগে তারা আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন। যেখানে বিদ্যুৎ ও পানির সুবিধাও ছিল না; কয়েক বছর পূর্বে আহমদীয়াত গ্রহণ করে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার যে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা সত্যিই অবিশ্বাস্য! কোন কোন স্থানে অভাব ও দারিদ্র তাদেরকে একেবারে নিষ্পেষিত করে রেখেছে কিন্তু হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর সত্যিকার দাসের জামাতভুক্ত হয়ে তাদের মাঝে সেই নিষ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে যে, যেখানেই ধর্মের প্রশ্ন আসে সেখানে তাদের সংকল্প পর্বতসম দৃঢ়, মজবুত, দুর্ভেদ্য এবং কুরবানির জন্য সদা প্রস্তুত আর প্রেমে পরিপূর্ণ। অতএব আল্লাহ্ তা'লা তাদের এবং আমাদের সবার নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততাকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দান করুন -সর্বদা এই দোয়াই আমাদের করতে থাকা উচিত।

বুরকিনা ফাসুর এক বন্ধু ছিলেন ঈসা সাহেব। তিনি বলেন, আমি ২০০৫ সনে বয়'আত করেছি। যখন তাকে এটি জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তখন তার বয়াতের তিন বছর হয়েছিল। তিনি বলেন, তিন বছর তো হয়ে গিয়েছে কিন্তু আমি আজ বুঝতে পেরেছি যে, আমি কী এবং আমি কতটা সৌভাগ্যবান আর আমি কী লাভ করেছি! আমার আনন্দ আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। কেননা, আজ আমি যুগ-খলীফাকে দেখেছি এবং সাক্ষাৎ করেছি। আর কতিপয় লোকের খেলাফতের প্রতি ভালবাসা তাদের চোখ হতে অশ্রুরূপে নির্গত হচ্ছিল। সুতরাং এই নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা নব প্রতিষ্ঠিত জামাতের মধ্যে রয়েছে।

(খুতবাতে মাসরূর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৮১-১৮৬)

গত বছর একটি ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে কোন ফিৎনাবাজ ফিৎনা ছড়ানোর চেষ্টা করেছিল। তাদের অনেকেই নিষ্ঠাবান ছিল, কতিপয় যুবক নিষ্ঠাবান ছিল ঠিকই; কিন্তু অধিকাংশ যুবকশ্রেণী তার কথায় প্ররোচিত হয় এবং তার আচরণও সামান্য অদ্ভূত হয়ে যায়। নিজেদেরকে আহমদী পরিচয় দিত কিন্তু জামাতের ব্যবস্থাপনা হতে দূরে সরে যাচ্ছিল। যা-হোক আমি সেখানে মালী হতে মুবাল্লেগ প্রেরণ করি। তিনি তাদের স্থানীয় ছিলেন। তিনি অর্থাৎ নওয়ায সাহেব সেখানে গিয়ে তাদেরকে বুঝান। যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা একদিকে বলছ যে, খেলাফতের সাথে তোমাদের সম্পৃক্ততা রয়েছে; অপরদিকে জামাত হতে দূরে সরে যাচ্ছ-এটি ঠিক নয়। এরপর প্রায় সকলেই ক্ষমার জন্য চিঠি লিখতে শুরু করে এবং তারা বলে যে, আমরা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে এবং তরবিয়্যতের ঘাটতির কারণে এসব কথায় সায় দিয়েছিলাম। খেলাফতের সাথে আমাদের পূর্ণ বিশ্বস্ততার সম্পর্ক আছে এবং আমরা খিলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা চিন্তাও করতে পারি না। যাহোক আল্লাহ তা'লার অশেষ অনুগ্রহে পুণরায় তারা জামা'তের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়, তরবিয়্যতের ঘাটতির কারণে তারা পৃথক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাদেরকে বুঝানোর সঙ্গে-সঙ্গেই নিজ ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয় এবং খেলাফতের প্রতি পূর্ণ বিশ্বস্ততার সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ করে বলে যে, আমরা যখন পৃথক ছিলাম, তখনও আমরা খেলাফত থেকে পৃথক হই নি। আমরা তো কেবল কতিপয় কর্মকর্তা থেকে পৃথক হয়েছিলাম। যাহোক এ হল তাদের বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতার মান। একইভাবে গ্যাম্বিয়া থেকে আগতদেরও অনুরূপ অবস্থাই ছিল। আইভেরিকোস্ট এবং অন্যান্য দেশ থেকেও আহমদীরা এসেছিল। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভঙ্গিমায় নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা এবং আন্তরিকতায় অগ্রগামী ছিল।

আমি পূর্বেও বর্ণনা করেছি যে, ঘানার জলসার সময়, আমাদের আবাসন থেকে জলসা গাহের মাঝে বেশ দূরত্ব ছিল। রাস্তা কিছুটা খানাখন্দ পূর্ণ ছিল তাই এক কিলোমিটার বাড়তি লাগতো। নারী-পুরুষ দাঁড়িয়ে থাকত শিশুদেরকে মহিলারা উঁচু করে ধরে রেখে তাদের দিয়ে সালাম দেওয়াতো। ভালবাসার এক বিশেষ বহিঃপ্রকাশ ছিল ভালবাসার বিচ্ছুরণ হচ্ছিল। সেখানে খেলাফত শতবার্ষিকীর জলসায় মহিলাদের সংখ্যাও প্রায় পঞ্চাশ হাজার ছিল। সবাই খেলাফতের প্রতি গভীর নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার বহিঃপ্রকাশ করছিল। তাদের ভালবাসা তাদের চোখ-মুখ থেকে, অঙ্গভঙ্গি থেকে এবং চেহারা থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। তদুপরি, এরা নিজেদের নামাযেরও সুরক্ষা করতে জানত। তারা নামাযেও এবং তাহাজ্জুদেও নিয়মিত উপস্থিত হতো।

আমি নাইজেরিয়াতে দ্বিতীয়বার গিয়েছিলাম বেনীন থেকে সড়ক পথে গিয়েছিলাম অথবা এটি প্রথমবারের ঘটনা। যাহোক পথে এক জায়গায় বিরতি দেওয়ার কথা ছিল এটি খুব সম্ভব ২০০৪ সালেরই ঘটনা হবে। প্রথমে তো পরিকল্পনা ছিল না কিন্তু তারা আবেদন করেন যে নতুন মসজিদ তৈরী করা হয়েছে সেটি দেখে যান। সেখানে মানুষ পূর্ব থেকেই উপস্থিত ছিল। সেখানে উপস্থিত সকল পুরুষ এবং শিশু-কিশোরদের

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

সকলেই করমর্দন করার ইচ্ছে ছিল। মহিলারাও কাছ থেকে দেখতে চেয়েছিল। সময়ের স্বল্পতার কারণে করমর্দন করা সম্ভব ছিল না কিন্তু যে জোর করে করতে পেরেছে সে করেছে। সেই ভীড়ের মধ্যে যখন চাপ বেড়ে যায় তখন আমাদের প্রতিনিধি দলের কেউ একজন মহিলাকে বলে যে, পিছনে সরে যাও। সেই মহিলা খুব রাগান্বিত হয়ে আসে আর মনে হচ্ছিল রাগের বশে সেই ব্যাক্তিকে এই বলে বাইরে নিক্ষেপ করে দিবে যে, 'তুমি আমার এবং খলিফার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কে!' যাহোক এটি ছিল তাদের আবেগ। কিছুক্ষণ পর আমি তাকে চুপ হতে বললাম এবং বললাম বসে পড়ুন। তখন সেখানে প্রায় শত শত লোক ছিল তারা চুপ হয়ে যায় এবং বসে পড়ে। এই হচ্ছে খেলাফতের সাথে তাদের সম্পর্ক।

(খুতবাতে মাসরূর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৯১-১৯২)

বিশ্ব আমেরিকাকে মনে করে সেখানে শুধু বস্তুবাদী চিন্তাধারার লোকেরাই আছে আর ধর্মের সাথে তাদের সর্ম্পক খুবই কম। হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.)-ও তার একটি ঘটনার উল্লেখ করেন কিভাবে একবার তিনি আশঙ্কাজনক একটি পত্র পান, যখন এই কথা বাহিরে প্রকাশ হয় তখন সেখানে আহমদী দুজন দক্ষ নিরাপত্তাকর্মী ছিল তারা স্বয়ং সেখানে পৌছে গেল আর সারা রাত বাহিরে থেকে পাহারা দেয়। যাহোক আমেরিকানদের মধ্যেও অনেক আন্তরিকতা রয়েছে। আমার সফরে যখনই আমি সেখানে গিয়েছি তারা সর্বদাই আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার বহিঃপ্রকাশ করেছে। এখানেও আমেরিকা থেকে প্রতিনিধি দল আসে তারাও এর বহিঃপ্রকাশ করেন যে, খলীফার সাথে তাদের কেমন আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সর্ম্পক বিদ্যমান। তারা কেবল জাগতিকতায় মত্ত থাকে– এই কথাকে তাদের এই কর্ম খন্ডন করে। ডিউটি প্রদানকারী যুবকরা নিরবচ্ছিন্নভাবে আমার সাথে থেকে নিজেদের সময় দিয়েছেন, সফরে সাথে থেকে নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্য ও চাকরিকে আশঙ্কার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এসবের কোন তোয়াক্কা করে নি। এদের মাঝে এমনও আছেন যে বলেছেন, আমি কেবল চাকরী শুরু করছিলাম আর জলসা ও আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্য ছুটি পাচ্ছিলাম না তাই চাকরী ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি। (খুতবাতে মাসরূর, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৪২৪)

কানাডার খোদ্দামদেরও একই আচরণ। যুবক, শিশু-কিশোর এবং মহিলারা আমেরিকা, কানাডা বা ইউরোপের যেকোন দেশেই হোক না কেন বিশ্বের সর্বত্র নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে থাকেন আর এই নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা মানবিক কোন চেষ্টাপ্রচেষ্টায় সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। কয়েক বছর পূর্বে জার্মানিতে আমি একটি খুতবা দিয়েছিলাম, যেখানে খিলাফতের সাথে আনুগত্য এবং বিশ্বস্ততার বিষয়ে বর্ণনা করেছিলাম, যা কেবল জার্মানবাসীদের জন্যই ছিল না বরং তা ছিল সবার জন্য আর এটিই হওয়া উচিত কিন্তু সেখানকার প্রেক্ষাপট অনুযায়ী জার্মানির কতক দৃষ্টান্ত আমি তাতে তুলে ধরেছিলাম। যাহোক, এতে সারা বিশ্বের আহমদীরা সাড়া দিয়েছে এবং দ্রুত খিলাফতের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য এবং বিশ্বস্ততার বহিঃপ্রকাশ করেছে। জার্মানবাসীও ঠিক একইভাবে অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছে, বিশেষ করে এ বিষয়ে তাদের কয়েকজন অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন যে, আমাদের মধ্য থেকে কতক কর্মকর্তা কিছু নির্দেশাবলীর বিষ য়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সন্ধানে লেগে যায়, ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে এমনটি হবে না। আল্লাহ্ করুন, তারা যেন এর ওপর প্রতিষ্ঠিতও থাকেন আর বিশ্বের প্রত্যেক দেশেও যেন এটি প্রতিষ্ঠিত থাকে।

(খুতবাতে মাসরূর, খণ্ড-১২, পৃ: ৩৬৯)

জর্ডান থেকে কাশেম সাহেব লিখেন, হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার সবচেয়ে সুন্দর এবং মহান প্রমাণ হলো, খিলাফতের প্রতি প্রেম-ভালোবাসা আর আনুগত্য খোদা তা'লা স্বয়ং আমার হৃদয়ে গেঁথে দিয়েছেন। তিনি বলেন, কয়েক বছর পূর্বে আমি যখন বয়আতের সিদ্ধান্ত নিই তখন আমার হৃদয়ে একটি চিন্তার উদ্রেক হল যে, সত্যই কি এ জামা'ত এখন পর্যন্ত সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমণের উদ্দেশ্য সাধনে তারা সচেষ্ট? তখন পর্যন্ত খিলাফতের বিষয়ে আমার কোন জ্ঞান ছিল না। তখন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে স্বপ্নের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে খলীফাতুল মসীহ্ শান্তি ও নিরাপত্তার বিস্তার ঘটাচ্ছেন আর ঝগড়া-বিবাদকারীদের মাঝে মিমাংসা করছেন। তিনি বলেন, (তিনি তার স্বপ্নের কথা হুযূরকে লিখছেন) আমি আমার হাত আপনার (হুযূরের) হাতের ওপর রাখি আর আপনার আংটিতে চুমু দিই, সেই সময় আমি আপনার সান্নিধ্য এবং দয়া অনুভব করি আর আমার হৃদয়ে আপনার জন্য অদৃশ্য থেকে এক ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে যায় আর তা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমি দ্রুত বয়আত করতে চাই আর আপনার আনুগত্যের বাইরে যারা অবস্থান করছেন তাদের প্রত্যেকের প্রতি আমি অসন্তুষ্টির বহিপ্রকাশ করছি।"

(২০১৮ সালে যুক্তরাজ্যের জলসার দ্বিতীয় দিনের প্রথম ভাষণ, আলফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৬ই এপ্রিল, ২০১৮, পৃ: ১৫)

এরপর বুলগেরিয়ার ঘটনা, সেখানে আমাদের বিরোধীরা বিরোধীতার ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি রাখেনি। বর্তমানে দীর্ঘদিন পর জামা'ত রেজিস্ট্রেশন করতে পেরেছে, পুর্বে একবার রেজিস্ট্রেশন বাতিল হয়ে গিয়েছিল।বুলগেরিয়ার মুফতি জামাতের কতক সদস্যকে প্রলোভন দেখিয়ে জামাত অস্বীকার করার জন্য বলে কিন্তু আল্লাহ তা'লার ফজলে সকল আহমদী শুধুমাত্র ঈমানে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিতই নয় বরং পূর্বের তুলনায় অধিক নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করছে এবং আহমদীয়া খেলাফতের সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক সাব্যস্ত করছে। একজন মহিলার কাছে তিনজন ব্যক্তি গিয়ে জামাত ত্যাগ করার এবং তাদের দলভুক্ত হওয়ার কথা বলে সেইসাথে বলে যে, আমরা তোমাকে সাহায্যও করবো। এতে করে সেই সংগ্রামী মহিলা দৃঢ়তার সাথে বলে, আহমদীয়াত সত্য আর আমি আমার খলীফার সাথে সাক্ষাৎ করে এসেছি । আর সবচেয়ে বড় বিষয় হল আল্লাহ তা'লা আমাকে তিন চারটি স্বপ্ন দেখিয়েছেন আর সেই সাথে এটিও বলেছেন যে, এই জামা'ত সত্য।কাজেই, এই জামা'ত পরিত্যাগ করার প্রশ্নই উঠে না।

(২০১৩ সালে জলসা সালানা জার্মানীতে সমাপ্তি ভাষণ, আল ফযল ইন্টার ন্যাশনাল, খণ্ড-২০, সংখ্যা-৪৪, প্রকাশ তারিখ- ১লা নভেম্বর, ২০১৩)

বেনিনের বর্তমান মোবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব লিখেন, নওমোবাইনের জলসায় এক নওমোবাঈন রাযেক সাহেব নওমোবাঈনদের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। তিনি বলেন, জাগতিক ব্যবস্থাপনায় কারো যদি সমস্যা হয় তাহলে সে চীফ বা গোত্র প্রধানের কাছে যায়। কাজ না হলে তহশিলদারের কাছে যায় তারপর মেয়রের কাছে যায় তারপর মন্ত্রীর কাছে যায় তারপর দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে যায়। আর তিনিও আপনার কথা শুনবেন কি শুনবেন না, কাজ করবেন কি করবেন নাঠিক নেই। কিন্তু আহমদীয়া জামাতের ব্যবস্থাপনা অনন্য অসাধারণ, আহমদীয়া জামাতের কাছে খলীফা আছেন যিনি প্রত্যেকের কথা বুঝেন এবং প্রত্যেকের কথা শুনেন প্রত্যেক জাতি-বর্ণের মানুষকে মুল্যায়ন করেন। তিনি বললেন, এটি আহমদীয়া খেলাফতেরই কল্যাণ, আমরা কুরআন পড়াআরম্ভ করেছি আর যে ইসলাম হযরত মুহাম্মদ

দোয়াপ্রার্থী: Sk Hatem Ali, Uttar Hajipur, Diamond Harbour

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে। (সুনান আবু দাউদ)**

দোয়াপ্রার্থী: Jaan Mohammad Sarkar & Family, Keshabpur (Murshidabad)

(সা.) নিয়ে এসেছিলেন তা আজ আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে।

ফ্রান্সের ডেইলা সাহেবা লিখেন, আমি ২০১৭ সালে বয়আত গ্রহণ করি আর রোজ সকালে আমি আপনার চিঠি পড়ি। এটি আমার জীবন পাল্টে দিয়েছে। আপনার সুরক্ষা ও ঐশী সাহায্যের জন্য প্রত্যেক নামাযে আমি দোয়া করি। দোয়ার এই প্রেরণাও আল্লাহতা'লাই মানুষের মনে সৃষ্টি করে রেখেছেন। তিনি বলেন, বয়আত করার পর আমি একেবারেই নতুন একজন মানুষে পরিণত হয়েছি।

মালিরসান রিজিওনে কর্মরত মুবাল্লিগ লেখেন, আমাদের ওলো জামাতের এক সদস্য আব্দুর রহমান কোলি বালি সাহেব (যিনি কিছুদিন পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছেন) তার সন্তানদের একত্রিত করে এই উপদেশ দেন যে, আমি যদি যুবক হতাম আর চলাফেরা করতে পারতাম, তাহলে জামাতের মিশন হাউজে গিয়ে বসে থাকতাম আর জামাত আমাকে যে কাজই করতে দিত, আমি নির্দ্বিধায় তা করতাম। এর সাথে তিনি তার সন্তানদের এই উপদেশও দেন যে, তার দুই মাসের চাঁদা বকেয়া আছে, জীবনের কোন বিশ্বাস নেই, তাই এই বকেয়া চাঁদা যেন অবশ্যই পরিশোধ করে দেওয়া হয় যাতে তিনি ঋণগ্রস্থ অবস্থায় মারা না যান। তৃতীয়ত তিনি তার সন্তানদের এই বলে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, সর্বদা খিলাফতের সহিত বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রাখবে আর কখনও খিলাফতের সাথে অবিশ্বস্ততা প্রদর্শন করবে না, আর সর্বদা চাঁদা আদায় করবে।

গ্যামবিয়ার আমীর সাহেব লেখেন, আমাদের এখানে এক মহিলা যার নাম রহমত জালূ সাহেবা, তিনি বয়াতের পর আল্লাহর রাস্তায় আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করার বিষয়টি জানতে পেরে তাৎক্ষণাত ১০০ ডালাসি চাঁদা আদায় করেন। তার দোকানটি ছোট ছিল, তবুও তিনি নিজের সামর্থ্যের বাই রে গিয়ে চাঁদা আদায় করেন। তিনি বলেন, আমি তো কেবলমাত্র আল্লাহ এবং যুগ-খলীফার ভালবাসার আকাঙ্ক্ষী। এই সম্পর্ক আর ভালবাসার লোভেই আমি চাঁদা দিই আর আল্লাহতা'লার জন্য ত্যাগ স্বীকার করি।

তাজাকিস্তানের এক বন্ধু ইজ্জত আমান সাহেব বলেন, আমার মায়ের বয়স যখন ৭২ বছর ছিল, তিনি প্রচন্ড অসুস্থ্য হয়ে গিয়েছিলেন। পূর্বেই কয়েক বছর ধরে হৃদরোগ এবং মানসিক চাপের কারণে অসুস্থ্য থাকতেন। কিন্তু এ রোগের কারণে তাঁর স্বাস্থ্য অনেক দুর্বল হয়ে যায় আর ডাক্তারের কথার কারণে আমার আত্মীয় স্বজনদের মাঝে হতাশা ছেয়ে যায়।তিনি বলেন, সে সময় খলীফাতুল মসীহ্‌র সাথে আমার সাক্ষাৎ ছিল। না, সেই সময় সাক্ষাৎ হয়নি, সাক্ষাৎ পূর্বেই হয়েছিল। এই সম্পর্কের কারণে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আমি দোয়ার জন্য বললে আল্লাহ্ তা'লা তা অবশ্যই কবুল করবেন। তিনি বলেন, যাহোক আমি যখন দোয়ার জন্য লিখলাম, তখন দোয়ার সাথে হোমিও ওষুধও পেলাম। আমার মা সুস্থ্য হয়ে গেলেন আর এখন আমার মায়ের বয়স (যখন তিনি লিখেছিলেন) ৭৯ বছর এবং তিনি হজ্জব্রত পালনেরও বাসনা রাখেন। আর এটি খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণে এবং যুগ-খলীফার দোয়ার কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা তাকে জীবন দান করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা ঈমান ও দৃঢ়বিশ্বাস সৃষ্টির জন্য এমন দৃশ্য অবলোকন করি বলে দেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যা বলেছিলেন তা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে ছিল এবং সত্য ছিল।

তাহের নাদিম সাহেব এক আহমদী শিশুর খিলাফতের প্রতি ভালবাসার ঘটনা লিখেন। তুরস্ক সফরের সময় এক আহমদী বন্ধুর ঘরে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে বসেই ছিলাম, এমন সময় তার তিন চার বছরের সন্তান আসে এবং সালাম দিয়ে আমার কানে কানে বলতে লাগল যে, আমি হুযুরকে চিঠি পাঠাবো। আপনি কি নিয়ে যাবেন? আমি বললাম, ঠিক আছে, নিয়ে যাব। কেন নয়, অবশ্যই নিয়ে যাবো। এরপর সেই শিশুসন্তান একটি কাগজে আঁকাবাঁকা দুই লাইন দাগ দিয়ে নিয়ে আসল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, চিঠিতে কি লিখেছ? সে বলল, আমি লিখেছি, হুযুর, আমি আপনাকে ভালবাসি। তিনি বলেন, আমি এ চিঠিটি পৌঁছে দিয়েছি। এই চিঠির জবাবও আমার পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে।তিনি বলেন, আমি পত্রটি এখানে দিয়ে দেই, আমার পক্ষ থেকে তার উত্তরও প্রেরণ করা হয়। তার সন্তান যখন সেই উত্তর পায়, তার পিতার ভাষ্যমতে তখন তার এবং পরিবারের অন্য সব সদস্যের আনন্দ দেখার মতো ছিল।

অনুরূপভাবে মেসিডোনিয়ার মুবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব আরেকটি শিশুর দৃষ্টান্তের কথা লিখেন, সম্প্রতি বসনিয়া সফরকালে এক বন্ধুর সাথে আমার পরিচয় হয়, তিনি পাকিস্তানী বন্ধু ছিলেন, তবলীগি আলোচনা হয়। (এরপর তার সাথে) নিয়মিত সাক্ষাৎ হতে থাকে। তিনি বলেন, কিছুকাল পূর্বে দুবাই এয়ারপোর্টে একটি পরিবারের সাথে তার সাক্ষাৎ হয় যাদের তিন-চার বছরের একটি মেয়ে বলছিল, আমাদের সবার নামায পড়া উচিত এবং সত্যকথা বলা উচিত। আমি যখন জানতে পারি যে, এই পরিবারটি আহমদীয়া জামা'তের সাথে সম্পর্ক রাখে তখন আমি সেই শিশু মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করি, তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা বা প্রত্যাশা কি? তখন সে বলে– লণ্ডনে প্রিয় হুযূরের সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই। তিনি বলেন, এ কথাটি আমার ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে যে, এত অল্প বয়সে তার সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা হলো, খলীফার সাথে সাক্ষাৎ করা।

অনুরূপভাবে বর্তমানে শিশুদের একটি গেইম ছিল, আমি যখন তাদেরকে তা খেলতে বারণ করি, কেননা এর ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে/ কখনো কখনো বদভ্যাস গড়ে উঠে। প্রথমে পিতামাতারা বেশ চিন্তিত হ য়ে পড়েন যে, কীভাবে আমরা সন্তানদের আটকাবো/বিরত রাখবো। কিন্তু অধিকাংশ পিতামাতা আমাকে লিখেন যে, আপনার খুতবা শোনার পর শিশুরা স্বয়ং আমাদেরকে এসে বলেছে যে, এখন যেহেতু যুগ-খলীফার পক্ষ থেকে (নিষেধাজ্ঞা) এসে গেছে যে, খেলা যাবে না, তাই আমরা আর খেলবো না। আর এখনও আমার কাছে অধিকাংশ পত্র আসে, মানুষ লিখে যে, আমরা এখন এতটা সময় এই গেম খেলতে পারবো কি? অর্থাৎ, তাদের মধ্যে একটি চেতনা রয়েছে যে, যুগ-খলীফার সাথে (আমাদের) যে সম্পর্ক রয়েছে তার কারণে আমরা তাকে ধোঁকা দেব/ প্রতারণা করব না আর সেই কাজ করব যা যুগ খলীফা আমাদের কল্যাণের জন্য চান।

হন্ডুরাসের মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন, একজন স্থানীয় আহমদী পারসী মোরিও বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত ছিলেন। তার অবস্থাদৃষ্টে আমি বললাম, আপনার দুশ্চিন্তা ও সমস্যার কথা জানিয়ে যুগ-খলীফাকে দোয়ার জন্য চিঠি লিখুন। তিনি যখন পত্র লিখেন, তিনি বলেন যে, তখন তার সমস্যাবলী নিজে নিজেই সমাধা হতে থাকে। তিনি বলেন, এতে আমি একটি অদৃশ্য শক্তি লাভ করি আর খিলাফতের প্রতি আমার বিশ্বাস ও আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে।

মরক্কো থেকে আফারী সাহেব লিখেন, (খিলাফত) আমার হৃদয় ও জীবনকে কৃপা ও আশিসে জ্যোতির্মণ্ডিত করে দিয়েছে। আমি খোদা তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমাকে হেদায়েত দান করেছেন। আপনাকে (অর্থাৎ হুযূরকে) দেখে আমার নেশার মতো হতে থাকে, একটি অদ্ভুত ও বিস্ময়কর অনুভূতি হয়। (অথচ) আমি আপনার সাথে কখনো বসি নি আর কখনো কথাও বলি নি, নিশ্চিতরূপে এটি খোদা প্রদত্ত

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায় যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে।**

(সুনান আবু দাউদ)

দোয়াপ্রার্থী: **Begum Aseya Khatun, Hahari (Murshidabad)**

যুগ ইমাম-এর বাণী

"সর্বদা সত্যের সঙ্গ দাও।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)**

সত্যিকার ভালোবাসা। আল্লাহ্ তা'লা সদা আপনার সাহায্য ও সমর্থন করুন।

অতঃপর ঈমান সাহেবা রয়েছেন ইয়ামেন থেকে, তিনি বলেন, আমি নিজ সত্তা, নিজের সন্তানাদি, নিজ পরিবার এবং অন্য সবার চেয়ে হুযূরকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। এর মাধ্যমে আমার হৃদয়ের প্রশান্তি ও আনন্দের ব্যবস্থা হয় আর আমি এই আশায় বুক বাধি যে, ইনশাআল্লাহ্ পরিস্থিতি ঠিক হয়ে যাবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমন এবং তাঁর পর খিলাফত এ কারণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেন, দোষ-ত্রুটি দূর হয় আর জাগতিক দুশ্চিন্তায় পূর্ণ আমাদের হৃদয়ে আশার সৃষ্টি হয়। আমার অবস্থা তো এমন যেমনটি মহানবী (সা.) বলেছিলেন যে, হে খোদা! যদি তুমি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাক তাহলে আর কোন বিষয়ের পরোয়া আমাদের নেই। আমি আল্লাহ্র কাছে দোয়া করি যেন সেসব সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি যাদেরকে আপনি ভালোবাসেন এবং যাদের প্রতি আর যাদের স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি আপনি সন্তুষ্ট।

এরপর তিউনিসিয়া থেকে তৌফিক সাহেব লিখেন, আপনাকে আমরা ভালোবাসি, আমরা আপনার নৌকার আরোহী এবং এতেই তরবিয়ত লাভ করেছি আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ঝর্ণাধারা থেকে খেয়েছি ও পান করেছি। আমরা আমাদের অঙ্গীকারে প্রতিষ্ঠিত। আপনার সাথে সম্পৃক্ত না হয়ে আমাদের সংশোধন হতে পারে না। আমরা জগতের আকাঙ্ক্ষী নই, শুধু এতটুকু চাওয়া যে, আমাদের সম্পর্কে যেন এটি বলা হয় যে, অমুক এইবরকতমণ্ডিত জামা'তের অনুসরণের কল্যাণে সফল হয়েছে, আর নিজ অঙ্গীকারে প্রতিষ্টিত থাকা এবং সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক যেন আমাদের লাভ হয়। সেইসাথে মুসলমানদের ঐক্যের জন্যও দোয়ার আবেদন করছি।

যাহোক এই গুটি কতক উদাহরণ আমি উপস্থাপন করলাম যেগুলো এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করে যে, হৃদয় সমূহে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক আল্লাহ্ তা'লা সৃষ্টি করেন। আর কোন জাগতিক শক্তি তা ছিনিয়ে নিতে পারে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হতে দেখতে পাবে। আল্লাহ্ তা'লা করুন আমাদের মধ্য থেকে অধিকাংশের যেন সেসব প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হতে দেখার তৌফিক লাভ হয়।

এখন এম.টি.এ. সম্পর্কেও আমি একটি ঘোষণা করতে চাই। এটিও আল্লাহ্ তা'লার একটি প্রতিশ্রুতি ছিল, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী পৃথিবীতে প্রচার সম্পর্কে ছিল। যাহোক গত ২৭ মে তারিখ থেকে, অর্থাৎ খিলাফত দিবসের দিন থেকে একটি নতুন ক্রমধারা অনুযায়ী এই চ্যানেলগুলোকে আরম্ভ করা হয়েছে। এর বিস্তারিত আমি উল্লেখ করছি। প্রাথমিক পর্যায়ে কোন কোন জায়গায়, বিশেষত আমেরিকায় কিছুটা সমস্যাও দেখা দিয়েছিল, কিন্তু এখন আশা করি সেটির সমাধা হয়েছে। যাহোক উক্ত ব্যবস্থাপনার/ক্রমধারার সাথে যেটি আরম্ভ করা হয়েছে, আমি এর কিছুটা বলে দিতে চাই যে, বিভিন্ন রিজিওনের প্রেক্ষিতে এম.টি.এ.-কে আটটি চ্যানেলে বিভক্ত করা হয়েছে।

এম.টি.এ. ওয়ান/এক চ্যানেলটি সাধারণত যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের কিছু অঞ্চলের জন্য হবে। এই চ্যানেলের মূল ভাষা হবে ইংরেজি এবং উর্দূ। এই চ্যানেলেই ইং রেজি এবং উর্দূ ভাষার অনুষ্ঠান সমূহ সম্প্রচারিত হবে। সেই সাথে আরো কিছু ভাষার অনুষ্ঠানও ইংরেজি ও উর্দূ অনুবাদসহ সম্প্রচারিত হবে। আমার লাইভ/সরাসরি ও নতুন রেকর্ডকৃত অনুষ্ঠানগুলোও এই চ্যানেলেরই অনুষ্ঠান অর্থাৎ এম.টি.এ. ওয়ান/এক ওয়ার্ল্ড (এর অনুষ্ঠান) হিসেবে অন্য সবগুলো চ্যানেলেও সম্প্রচারিত হবে।

এম.টি.এ. টু/দুই ইউরোপ। এই চ্যানেলটি ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্যের দর্শকদের জন্য/উদ্দেশ্যে হবে। এতে উর্দূ, ইংরেজি, তুর্কি, ফরাসী, স্পেনিশ, জার্মান, ডাচ, রাশিয়ান এবং ফার্সী ভাষার অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হবে। এটিতে এখন বিভিন্ন ভাষার সার্ভিস/অনুষ্ঠান দুই ঘন্টা করে সম্প্রচারিত হয়। উপরোল্লিখিত ভাষাগুলোর অনুষ্ঠান সমূহ এভাবে বৃদ্ধি করা হবে।

এম.টি.এ. থ্রি/তিন আল-আরাবিয়া। এই চ্যানেলটি এভাবেই চলবে যেভাবে এখন চালু আছে। এই চ্যানেলের মূল ভাষা হবে আরবী।

এম.টি.এ. ফোর/চার আফ্রিকা। এই চ্যানেলটি পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলোর দর্শকদের জন্য হবে। এই চ্যানেলের মূল ভাষা বা ভাষা সমূহ হবে ইংরেজি, ফরাসী এবং সোয়াহিলি। আর এই ভাষা সমূহের অনুষ্ঠানই এতে সম্প্রচারিত হবে।

এম.টি.এ. ফাইভ/পাঁচ আফ্রিকা। এই চ্যানেলটি পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলোর দর্শকদের জন্য হবে। এই চ্যানেলের মূল ভাষা হবে ইংরেজি। এছাড়া ক্রিওল, হাওসা, চুহি ও ইওরোবা/উরোবা ভাষার অনুষ্ঠানও সম্প্রচারিত হবে।

এম.টি.এ. সিক্স/ছয় এশিয়া। এই চ্যানেলটি এশিয়া সেট-এ থাকবে আর এশিয়া, দূরপ্রাচ্য, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, নিওজিল্যান্ড এবং রাশিয়া প্রভৃতি দেশের দর্শকদের উদ্দেশ্যে থাকবে। এই চ্যানেলের মূল ভাষাগুলো হবে উর্দূ, ইংরেজি এবং ইন্দোনেশিয়ান। এতে উর্দূ, ইংরেজি, বাংলা, পশতু, সিন্ধি, সারায়েকী, ফার্সী, ইন্দোনেশিয়ান এবং রাশিয়ান ভাষার অনুষ্ঠানাদি সম্প্রচারিত হবে। পূর্বেও এভাবেই হচ্ছে, কিন্তু এগুলোকে কিছুটা ভাগ করা হয়েছে। একইভাবে সংশ্লিষ্ট দেশগুলো সময়ের হিসাব অনুযায়ী সূচী পেয়ে যাবে

এম.টি.এ. সেভেন/সাত এশিয়া। এটি এইচডি চ্যানেল। ছোট ডিশে দেখা যাবে। এটি ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও নেপাল ইত্যাদি দেশের দর্শকদের জন্য হবে। এই চ্যানেলের ভাষাগুলো হলো উর্দূ, বাংলা ও হিন্দী। এগুলো ছাড়া এতে তামিল ও মালয়ালম ভাষার অনুষ্ঠানও সম্প্রচারিত হবে।

এম.টি.এ-আট আমেরিকা। এই চ্যানেলটি আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা এবং কানাডা ইত্যাদি অঞ্চলের দর্শকদের জন্য হবে। পূর্বেই এটি চলমান আছে। এতে বিন্যাসের কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে, অর্থাৎ সামান্য পরিবর্তন আনা হয়েছে। যাহোক প্রকৃতপক্ষে এই চ্যানেলগুলো নীতিগতভাবে সেভাবেই চালু আছে যেভাবে চালু ছিল। যাহোক এম.টি.এ. আট আমেরিকা হিসেবে এর নামকরণ করা হয়েছে আর এটি আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা এবং কানাডা ইত্যাদি অঞ্চলের দর্শকদের জন্য হবে। এই চ্যানেলের ভাষা হবে ইংরেজি এবং উর্দূ। এছাড়া ফরাসী এবং স্পেনিশ ভাষার অনুষ্ঠানও এতে সম্প্রচারিত হবে।

এম.টি.এ.-র লাইভ/সরাসরি অনুষ্ঠান যেগুলো রয়েছে, এম.টি.এর নিম্নবর্ণিত লাইভ/সরাসরি অনুষ্ঠানগুলো বিভিন্ন চ্যানেলে সম্প্রচারিত হবে। রাহে হুদা, আলহিওয়ারুল মুবাশের এবং বাংলা অনুষ্ঠান এম.টি.এ.র সকল চ্যানেলে উক্ত অনুষ্ঠানগুলোর অনুবাদ সেসব চ্যানেলের মূল ভাষার সাথে সম্প্রচারিত হবে। এছাড়া এম.টি.এ. জারনাল ইসলাম, এটি সুইসটেন যা জার্মানীর ভাষা বা শব্দ, তাতে এম.টি.এ. দুই ইউরোপ-এ সম্প্রচারিত হবে। হরাইযন ডি ইসলাম, এটি এম.টি.এ. এক, এম.টি.এ. টু/দুই ইউরোপ, এম.টি.এ. চার আফ্রিকা এবং এম.টি.এ. পাঁচ আফ্রিকা চ্যানেলে মূল ভাষার পাশাপাশি ফরাসী ভাষায় সম্প্রচারিত হবে। এর অনুবাদও একইসাথে সম্প্রচারিত হবে। অনুরূপভাবে ইন্তেখাবে সুখান ইত্যাদি যেসব অনুষ্ঠান রয়েছে সেগুলোও এম.টি.এ. এক এবং এম.টি.এ. টু/দুই ইউরোপ, এম.টি.এ. ছয় এশিয়া এবং এম.টি.এ. সাত এশিয়ায় সম্প্রচারিত হবে।

যাহোক এই সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে চ্যানেলের হিসাবে। আর কোন কোন ক্ষেত্রে সেটিং ইত্যাদিতে হয়ত সাধারণত কোন পরিবর্তন হবে না। পূর্ব থেকে এভাবেই চলে আসছে, এখন এই হিসেবে বিভিন্ন চ্যানেলের কেবল নামকরণ করা হয়েছে। যাহোক এই যে নতুন ব্যবস্থাপনা/সিস্টেম প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ্ তা'লা এতে কল্যাণ দান করুন। আর এম.টি.এ.-কে পূর্বের চেয়ে আরো বেশি ইসলামের প্রকৃত বাণী পৃথিবীতে প্রচারের তৌফিক দান করুন।

****

দেয়, তাদের এর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা উচিত নয় , যদিও তারা তা করেছে। হয় তারা এর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করত না নতুবা এরূপ উত্তর দিত যে , যে ভুলের জন্য পৃথিবীতে অশান্তি অরাজকতা হল তার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়। আমাদের উচিত কোনো ধর্ম বা তার প্রতিষ্ঠাতা ও নবী বা কোনো জাতি সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব ত্যাগ করে সম্প্রীতি ও ভালবাসার পরিবেশ সৃষ্টি করা। কিন্তু এই ধরণের উত্তরের পরিবর্ত্তে ডেনমার্কের সেই পত্রিকার সম্পাদক যাতে কার্টুন প্রকাশ হওয়ায় পৃথিবীতে সমস্ত অশান্তি সৃষ্টি হল, তিনি ইরানের এই ঘোষণার পর বললেন যে, সেখানে পত্র পত্রিকায় কার্টুন বানানোর যে প্রতিযোগিতা আয়োজনের ঘোষণা করা হয়েছে , অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে ইহুদীদের সম্পর্কে যা কিছু কার্টুন বানানোর বিষয় ছিল সেটা একটি জাতির উপর অত্যাচার হওয়া বা না হওয়া সম্পর্কে ছিল, কোনো নবীর অবমাননার বিষয়ে ছিল না- যাই হোক সম্পাদক মহাশয় লেখেন যে আমরা এতে কক্ষনো অংশ গ্রহণ করবনা। এবং নিজের পাঠকবর্গকে আশ্বস্ত করে বলেন যে আমাদের পাঠকগণ ধৈর্য ধরুন , আমাদের নৈতিকতা এখনও বজায় রয়েছে। ঈসা (আঃ) বা হালোকাস্টের কার্টুন প্রকাশিত করা- এমন আচরণ আমরা করিনা। তাই যে কোন পরিস্থিতিতে ইরানি পত্রিকা বা সংবাদ মাধ্যমের এই জঘন্য প্রকারের প্রতিযোগতিায় অংশ গ্রহণ করার প্রশ্নই ওঠেনা। সুতরাং এটা হল তাদের মানদণ্ড , যা নিজেদের জন্য এক আর মুসলমানদের ভাবাবেগ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার জন্য আর এক। যাই হোক এটা তাদের কাজ , তারা করে যাক।

মুসলমানদের বিবশতার অত্যন্ত ভয়াবহ দশা

এখন লক্ষ্য করুন যে মাপদন্ডের কি দশা। সম্প্রতি এখনকার একজন লেখক, যিনি ১৭ বছর পূর্বে একটি ঘটনা লিখেছিলেন, তিনি অস্ট্রিয়া যান, সেখানে যাওয়ার পর তার উপর মুকদ্দমা করা হয়। তিন বছরের কারাদন্ড হয়। যাই হোক এরূপ পন্থা এরা অবলম্বন করে। নিজেদের ব্যপারে সহন করেনা , কিন্তু আমাদেরও দেখা উচিত যে আমাদের দশা কিরূপ। পশ্চিমি দেশগুলিতে এই যে দুঃসাহস তৈরী হচ্ছে,তা আমাদের নিজেদের অবস্থার কারণে হচ্ছেনা তো? যে পরিস্থিতি আমি লক্ষ্য করছি তাতে স্পষ্ট যে , পশ্চিমা দেশগুলি জানে যে মুসলমান দেশগুলি তাদের আয়ত্বাধীন, শেষ পর্যন্ত তাদের কাছেই ফিরে আসতে হবে। পরস্পর নিজেদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলেও তাদের কাছ থেকে সাহায্য নিতে হয়। বিরোধ প্রদর্শন স্বরূপ ইউরোপের কিছু দেশের পণ্যের উপর এই যে নিষেধাজ্ঞা চাপানো হয়েছে, তারা এটাও জানে যে কিছুদিনের মধ্যে বিষয়টি নিরুত্তাপ হয়ে যাবে এবং সেসব পণ্যই এখন যেগুলি বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে, বর্তমানে বাজার থেকে উধাও হয়ে গেছে, সেগুলি এই দেশগুলিতে পুনরায় ফিরে আসবে। এই দেশগুলিতে যে সব মুসলমানেরা বসবাস করে তারাও এই সব জিনিস আহার করছে, ব্যবহার করছে।কেবল ডেনমার্কেই (ডেনমার্কের বিরুদ্ধে সব থেকে বেশি বিরোধ প্রদর্শন হয়েছে।) প্রায় দুই লক্ষ মুসলমান রয়েছে এদের অধিকাংশ পাকিস্তানি মুসলিম , তারাও তো এই সমস্ত জিনিস ব্যবহার করছে। যাই হোক এগুলি অস্থায়ী প্রতিক্রিয়া মাত্র, এগুলি নিষ্প্রভ হয়ে যাবে।

এখন আমাদের পরিস্থিতি লক্ষ্য করুন। ইরাকের সাম্প্রতিকতম ঘটনা , ইমাম বারগাহের গম্বুজ বোমা বিস্ফোরণ করে উড়িয়ে দেওয়া হল। ফলস্বরূপ সুন্নীদের মসজিদ গুলিতেও আক্রমণ করা হল। আর সেগুলিও ধ্বংস হচ্ছে। কেউ দেখার বা ভাবার চেষ্টা করল না যে তদন্ত করা যাক যে, আমাদেরকে লড়িয়ে দেওয়ার জন্য এটা শত্রুদের চক্রান্ত নয় তো। কেননা এই সব বোম ও অস্ত্র সস্ত্র যা কিছু নেওয়া হচ্ছে সেগুলিও তো এই সব দেশগুলি থেকেই নেওয়া হয়। কিন্তু এরা এই দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে চিন্তা করতেই পারেনা। একে তো বিবেকহীন , তার উপর আক্রোশ ও সাম্প্রদায়িকতার কারণে বুঝে উঠতে পারেনা যে কি করা উচিত। দ্বিতীয় দুর্ভাগ্যবশতঃ যারা দ্বিচারিতা পোষণ করে তারাও শত্রুদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। যার দ্বারা শত্রু লাভবান হয়।এবং তাদেরকে ভাবনা চিন্তার দিকে আসতেই দেয়না। যাই হোক ইরাকে যে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তা দেশটিকে গৃহযুদ্ধের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে তো প্রায় আবদ্ধ হয়ে গেছে। এখন সেখানে নেতাদেরকেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অনেক জটিলতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। হয়তো নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবেনা। মুসলমানদের পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করার এরূপ পরিস্থিতি আফগানিস্তানেও রয়েছে, পাকিস্তানেও রয়েছে। প্রত্যেক ফিরকা অপর ফিরকার জন্য উগ্রতাপূর্ণ পরিবেশ তৈরী করার চেষ্টা করে। ধর্মের নামে একে অপরকে হত্যা করতে থাকে। আর আল্লাহ তায়ালা বলেন,

"এবং কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মোমেনকে হত্যাকরিলে তাহার প্রতিফল হইবে জাহান্নাম, যাহাতে সে বসবাস করিতে থাকিবে। এবং আল্লাহ্ তাহার প্রতি ক্রোধ বর্ষণ করিবেন এবং তিনি তাহাকে অভিসম্পাত করিবেন এবং তাহার জন্য মহা আযাব প্রস্তুত করিবেন।" (সুরা নিসা, আয়াত:৯৪)

মুসলমানদের ছত্রভঙ্গ অবস্থা ও দুর্বলতার মূল কারণ আঁ হযরত (সাঃ) কে অবজ্ঞা এবং মসীহ ও মাহদীকে প্রত্যাখ্যান করা।

অতএব লক্ষ করুন , এখন এরা একে অপরকে হত্যা করছে। কলহ সৃষ্টিকারী ও প্ররোরচনা দানকারীরা ঐসকল নেতাদের কথায়, যাদের মধ্যে অধিকাংশই ধর্মীয় নেতা, এই সব কলহ সৃষ্টি হচ্ছে। পুণ্যার্জন ও জান্নাতের প্রলোভন দেখিয়ে হানাহানি , হত্যা ও লুণ্ঠন চলছে। অথচ আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামে প্রবেশ করাচ্ছেন এবং অভিসম্পাত করছেন।

পাকিস্তান ,বাংলাদেশ বা আরও অন্যান্য দেশে যেখানে আহমদীদেরকেও শহীদ করা হয়, এরাই তাদেরকে জান্নাত লাভের প্রলোভন দেখিয়ে জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করে। যাই হোক আমি একথা বলছিলাম যে মুসলমানদের এই রকম গতিবিধির কারণেই মুসলমানদের শত্রুরা সুযোগ নেয়। এবং মুসলমানদের শক্তি হ্রাস হয়ে যাওয়া সত্বেও তাদের বিবেক জাগ্রত হয়না। যাই হোক এটা তো পরিস্কার যে মতি ভ্রষ্টতা আর এই ভর্ৎসনার কারণ হল আঁ হযরত (সাঃ) এর আদেশকে অবজ্ঞা করা এবং এখনও সেই আদেশকে মান্য করা হচ্ছে না। এদিকে আকৃষ্টও হচ্ছেনা এবং তাঁর(সাঃ) মসীহ ও মাহদীর প্রত্যাখ্যান করছে। আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়াই হল আমাদের একমাত্র উপায় যা প্রত্যেক আহমদীর করা উচিত। এর প্রতি পূর্বেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম যে খোদা তায়ালা তাদেরকে বুদ্ধি ও বিবেক দিন এবং এরা যেন এই সকল দ্বৈরাচারী ও ইসলামের শত্রুদের হাতের খেলনা হয়ে গিয়ে ইসলামকে দুর্নামের কারণ ও একে অপরের গলা কর্তন কারীতে পরিণত না হয়।

যাই হোক না কেন যখন ইসলামের শত্রুরা কোনো না কোনো উপায়ে এই সকল মুসলমানদেরকে বদনাম ও অপমান করার চেষ্টা করে তখন একজন আহমদী অবশ্যই বেদনাহত হয়। কেননা এরা আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে সম্পৃক্ত বা সম্পৃক্ত হওয়ার দাবী করে। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে এই সকল পথ হারানো মুসলমানদের একটি বিরাট সংখ্যা জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে এই সব নেতা ও উলেমাদের কথার বশবর্ত্তী হয়ে এমন অনুচিত কর্মকান্ড ও গতিবিধি করে বসে, যার সঙ্গে ইসলামের দূরতম সম্পর্ক নেই। আল্লাহ তায়ালা আমাদের দোয়া গ্রহণ করে এদেরকে এই সকল নামধারী উলেমাদের কবল থেকে নিষ্কৃতি দিন। এরা ইসলামের সুন্দর শিক্ষার প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করুক। অজ্ঞাতসারে বা নির্বোধতার কারণে এবং ইসলামের প্রতি ভালবাসার উচ্ছ্বাসে ইসলামকে কলুষিত করার কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সহজ পথ দেখান। কেননা এদের এই সমস্ত গতিবিধির কারণে শত্রুরা ইসলামের দিকে নোংরা নিক্ষেপ করার এবং আঁ হযরত (সাঃ) এর সত্বার উপর অবমাননাকর আক্রমণ করার সুযোগ পায়। অতএব প্রত্যেক আহমদীর আজকাল দোয়ার দিকে অনেক বেশি মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন। কেননা মুসলিম বিশ্ব নিজেদের ভুলের কারণে অত্যন্ত ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন। যদি আমাদের মধ্যে আঁ হযরত (সাঃ) এর প্রতি সত্যিকারের অনুরাগ ও ভালবাসা থাকে তবে তাঁর অনুসারীদের জন্যও অনেক বেশি দোয়া করা উচিত।এর প্রতি মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন , যা পূর্বেও করে আসছি।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: তোমাদের নিকট যখন কোন জাতির সম্মানীয় কোন ব্যক্তি আসে তখন তাকে যথাযোগ্য সম্মান দাও।

(সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

যুগ খলীফার বাণী

নিজেদের ব্যবহারিক নমুনার মাধ্যমে আশপাশের মানুষের সামনে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা তুলে ধরতে হবে।

(বেলজিয়াম জলসার সমাপনী ভাষণ, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: Shamsher Ali and family, Jamat Ahmadiyya Sian, (Birhum)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 5 Thursday, 2 July , 2020 Issue No.27

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

দোয়া করার এবং বরকত লাভ করার আসল পদ্ধতি। কিন্তু দোয়া কিভাবে আমাদের করা উচিত সে দিকে আজ আমি মনোযোগ আকর্ষণ করব। দোয়া করার এই পদ্ধতি ও পন্থা ও আঁ হযরত (সাঃ) স্বয়ং শিখিয়েছেন যার দ্বারা আমাদের সংশোধন হয়ে থাকে এবং দোয়া গৃহীত হওয়ার দৃশ্যও আমরা প্রত্যক্ষ করছি। একটি হাদিসে বর্ণিত আছে , হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) বলেন , আঁ হযরত(সাঃ) বলেছেন যে দোয়া আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে যায় এবং যতক্ষন তুমি তোমার নবীর (সাঃ) প্রতি দরুদ না প্রেরণ কর তার থেকে কোনো অংশ (খোদা তায়ালার সমীপে পেশ হওয়ার জন্য) উপরে যাবেনা। (তিরমিযি, কিতাবুস সালাত)

এটা এমন একটি সত্য যার সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদে আমাদেরকে স্পষ্ট বলেছেন। যে আয়াত আমি এখনই পাঠ করলাম যার অনুবাদ , "নিশ্চয় আল্লাহ এই নবীর উপর রহমত নাযেল করিতেছেন এবং তাঁহার ফিরিস্তিাগণও (তাহার জন্য রহমত কামনা করিতেছে) ।হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরাও তাহার জন্য রহমত কামনা (দরুদ) কর এবং পূর্ণ শান্তি কামনা কর। (সুরা আহযাব আয়াত ৫৭)

কুরান করীমে অগণিত আদেশাবলী রয়েছে , যেগুলি করার আদেশ রয়েছে সেগুলি পালন করার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহভাজন হবে , আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহরাজির অংশীদার হবে , আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যলাভ কারী হবে, জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবে ও জান্নাতে প্রবেশ করবে। এখানে এই আদেশ আছে যেটা এত বিশাল ও মহান কাজ যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর ফিরিস্তাদেরকেও এই কাজের জন্য নিযুক্ত করে রেখেছেন। এবং আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তাঁর প্রিয় নবী(সাঃ) এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন। এই কারণে এটা এমন একটা কাজ যেটা করার মাধ্যমে তোমরা সেই কাজের অনুসরণ করছ যা আল্লাহ তায়ালার কাজ। অতএব আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাঁর আদেশ পালন করার কারণে যখন এত বড় প্রতিদান দিচ্ছেন ,তবে সেই কাজ করলে যা খোদা তায়ালা স্বয়ং করেন, কত বড়ই না প্রতিদান দিবেন। আন্তরিকতার সাথে প্রেরণ করা দরুদ নিশ্চয় উম্মতের সংশোধনের কারণ হবে।এবং উম্মতকে অপদস্ততা থেকে রক্ষা করার কারণও হবে। আমাদের সংশোধনের কারণ হবে এবং আমাদের দোয়ার কবুলিয়াতের মাধ্যমও হবে ও আমাদেরকে দাজ্জালের ফিৎনা থেকে রক্ষা করারও মাধ্যম হবে।

হাদিসে দরুদের উপকারীতার বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। একটি বর্ণনায় আঁ হযরত(সাঃ) বলেছেন যে কিয়ামতের দিনে লোকেদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আমার সবচেয়ে নিকটে থাকবে যে আমার উপর অন্যদের চাইতে সব থেকে বেশি দরুদ প্রেরণকারী হবে। (তিরমিযি, কিতাবুস সালাত)

তিনি আরও বলেনঃ যে ব্যক্তি আমার উপর পবিত্র অন্তকরণে একবার দরূদ প্রেরণ করবে তার উপর আল্লাহ তায়ালা দশ বার দরূদ প্রেরণ করবেন। এবং তাকে দশটি ধাপ উন্নতি প্রদান করবেন এবং দশটি গুনাহ ক্ষমা করবেন।

(সুনান নিসাঈ, কিতাবুসহু)

এখানে লক্ষ্য করুন যে পবিত্র অন্তকরণের শর্ত রয়েছে। অনেক লোক আছেন যারা দোয়া করেন বা করান , লেখেন যে আমরা অনেক দোয়া করছি , আপনিও দোয়া করুন , এবং দরুদও পাঠ করি, কিন্তু অনেক দিন হয়ে গেল আমাদের দোয়া কবুল হচ্ছেনা। আঁ হযরত (সাঃ) বলেছেন কিভাবে দরুদ পাঠাবে। তিনি বলেছেন ," সাদেকান মিন নাফসেহি" এরূপ ভাবে প্রেরণ কর যেন পবিত্র হয়ে যাও । দরুদ প্রেরণ করার সময় প্রত্যেকে নিজেদের প্রতি দৃষ্টি দিক , নিজেদের হৃদয়কে স্পর্শ করে দেখুক যে তাতে জগতের কত কলুষতা রয়েছে , এবং কতটুকু পবিত্র হয়ে দরূদ প্রেরণের প্রতি মনোযোগ রয়েছে। কতটুকু পবিত্রতার সঙ্গে দরুদ পাঠানো হচ্ছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এই সম্পর্কে বলেন যে :-" দরূদ, যা স্থৈর্য্য ও অবিচলতা অর্জনের জন্য একটি শক্তিশালী মাধ্যম, অত্যাধিকহারে পাঠ কর কিন্তু প্রথাগতভাবে ও অভ্যাসরূপে নয় বরং রসুল্লাহ (সাঃ) এর সৌন্দর্য ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকে দৃষ্টিপটে রেখে , এবং তাঁর সম্মান ও পদমর্যাদার উন্নতির জন্য তথা নিজেদের সফলতার জন্য। এর পরিণাম এরূপ হবে যে দোয়ার কবুলিয়াতের সুমিষ্ট ও সুস্বাদু ফল তুমি প্রাপ্ত হবে।"

(রিভিউ অফ রিলিজিয়ন তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ১১৫)

অতএব এগুলিই হল দরুদ প্রেরণ করার পদ্ধতি । তিনি আরও বলেন:

"(হে লোকেরা!) এই পরমোপকারী নবীর প্রতি দরুদ প্রেরণ কর যিনি খোদার কৃপাবান ও পরমোপকারীর গুণাবলীর বিকাশস্থল। কেননা উপকারের প্রতিদান অবশ্যই উপকার। এবং যে অন্তরে তাঁর উপকারসমূহের অনুভুতি নাই তার মধ্যে হয় ঈমানই নাই নতুবা সে ঈমানকে ধ্বংস করার জন্য উদগ্রীব। হে আল্লাহ এই উম্মি রসুল ও নবীর উপর দরুদ প্রেরণ কর যিনি পরবর্ত্তীদেরও তৃষ্ণা নিবারণ করেছেন যেরূপ তিনি পূর্ববর্ত্তীদেরও তৃষ্ণা নিবারণ করেছিলেন। এবং তাদেরকে নিজের রঙ্গে রঙ্গীন করেছিলেন এবং তাদের পবিত্র লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।"(এজাজুল মসীহ আরবী থেকে অনুদিত)

এই রকম নিষ্ঠা সহকারে জামাতরূপেও যদি দরুদ পাঠানো হয় হয় তবে তা এমন দরূদ হবে যা তার কার্যকারীতা ও প্রভাবও দর্শাবে। এমন লোক যারা বলে যে দরূদ ফলপ্রসূ হয় না তাদের কাছে এই হাদিস এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)এর এই বাণীর মাধ্যমে বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যাওয়া উচিত । এবং কখোনো দরুদ প্রেরণ করার প্রতি যেন অনীহা না জন্মে। বরং নিজেদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ। আঁ হযরত (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করেনা সে বড়ই কৃপণ। আর এই কৃপণতার কারণে একদিকে যেমন সে কৃপণতা করার অপরাধ নিজে বহন করে অপরদিকে আল্লাহ তায়ালার কৃপা থেকেও বঞ্চিত হতে থাকে। যেরূপ আমরা দেখেছি যে একবার দরুদ প্রেরণকারীর উপর আল্লাহ তায়ালা দশ বার দরুদ প্রেরণ করে।

(জালউল আফহাম, পৃঃ ৩২৭)

যদি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে শান্তি লাভ করতে চাও, তবে এটা এমন লেনদেন যে আঁ হযরত (সাঃ) এর সাহাবাগণ ও মসীহ মওউদ (আঃ) এর সাহাবাগণ দোয়া বাদ দিয়ে কেবল দরুদ পাঠ করতেন।

একটি বর্ণনায় আঁ হযরত (সাঃ) বলেন, যে এটা শিষ্টাচারহীনতা এবং অবিশ্বসনীয়তার পরিচায়ক যে, এক ব্যক্তির নিকট আমার চর্চা হওয়া সত্বেও আমার উপর দরুদ পাঠ করেনা। (জালাউল আফহাম, পৃঃ৩২৭)

হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রাঃ) বলেন যে "আঁ হযরত (সাঃ) এর প্রতি দরূদ পাঠ করা গর্দনকে (ক্রীতদাস) মুক্তি দেওয়ার চাইতেও অধিক শ্রেয়।এবং তাঁর সান্নিধ্য আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় প্রাণ বিসর্জন করা বা জেহাদ করার চাইতেও উত্তম।"(তফসীল দার মনসুর,)

বর্তমানে যে নাম মাত্র জেহাদ হচ্ছে , অপর জাতির বিরুদ্ধেও যুদ্ধ হচ্ছে আবার নিজেদের মধ্যেও একে অপরের গর্দন কাটা হচ্ছে। এখন এই উলেমাদেরকে কেউ জিজ্ঞেস করুক যে, এই যে তোমরা অজ্ঞ ও অশিক্ষিত মুসলমানদের ভাবাবেগকে প্ররোচনা দিয়ে (যারা ধর্মীয় আবেগের বশবর্ত্তী হয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে ইসলামের আত্মাভিমানের প্রদর্শন করতে গিয়ে ভুল গতিবিধিতে লিপ্ত হয়) এদেরকে যে তোমরা বিপথে পরিচালিত করছো , এটা কোন ইসলাম?ইসলামের শিক্ষা তো এরূপ যে যখন তোমরা আঁ হযরত (সাঃ) এর সম্পর্কে অশোভনীয় কথাবার্তা শুন তখন তাঁর(সাঃ) সৌন্দর্যাবলী বর্ণনা কর।তাঁর প্রতি দরুদ প্রেরণ কর।এটা তোমাদের জেহাদের থেকে বেশি উত্তম। দোয়া ও দরূদের দিকে মনোযোগ দেওয়া প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার চাইতে উত্তম। (ক্রমশ...)

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা নিজেদের মনকে সরল করিয়া এবং জিহ্বা চক্ষু ও কর্ণকে পবিত্র করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হও, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন। (কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

যুগ খলীফার বাণী

"দোয়া, সদকা ও দানের মাধ্যমে শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ এমন এক প্রমানিত সত্য, যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী দ্বারা স্বীকৃত।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir